ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 December, 2020 ■ আগরতলা, ১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১৫ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রণংদেহি অন্নদাতারা বিপর্যস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন সোমবার পঞ্চম দিনে পড়ল। ক্ষুব্ধ কৃষকরা জানিয়ে দিয়েছেন, রাজধানীতে প্রবেশমুখী পাঁচটি প্রবেশ পথই তাঁরা অবরুদ্ধ করে দেবেন। সেই মতো আরও রনংদেহি অন্নদাতারা। কৃষকদের আন্দোলনের জেরে দিল্লির যান চলাচল একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, যে কোনও ধরনের যানবাহন চলাচলের জন্য টিকরি, সিংঘু সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সকালেও গাজিপুর-গাজিয়াবাদ (দিল্লি-উত্তর প্রদেশ) সীমান্তে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন কৃষকরা। আন্দোলন করেন দিল্লি-গুরুগ্রাম (হরিয়ানা) সীমান্তেও। ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ডিএসপি ইঙ্গিত প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, ”এখান থেকে কৃষকরা আসছেন এমন কোনও খবর আমরা পাইনি। টিকরি, সিংঘু সীমান্তের মতোই এখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দিল্লির স্পেশাল কমিশনার অফ পুলিশ আর এস কৃষনিয়া জানিয়েছেন, ”পরিস্থিতি অনুযায়ী অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করার হয়েছে। সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে আমাদের নজর রয়েছে।” করোনা-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে করোনা-পরীক্ষাও করা হচ্ছে আন্দোলনরত কৃষকদের। সিংঘু সীমান্তে মেডিক্যাল চেক-আপের সময় একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, ”করোনা-পরীক্ষা করতে হবে আমাদের। যদিও সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পরে তা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।”

অবস্থান বিক্ষোভরত পরিস্থিতিতে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের প্রতি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছেন কৃষকরা। পরে প্রসাদও বিতরণ করা হয়। সোমবার হরিয়ানা-দিল্লির টিকরি এবং সিংঘু সীমান্তে বিক্ষোভরত অবস্থায় কৃষকরা প্রার্থনা করেন। উৎসবের দিনেও বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন (দাউবা) সভাপতি মনজিৎ সিং জানিয়েছেন, যদিও কৃষকরা পঞ্জাব থেকে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছে তবুও তারা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে গুরু নানক জয়ন্তী পালন করেছেন। দিনটি খুবই পবিত্র।

বিক্ষোভরত কৃষকদের হয়ে সওয়াল করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। কৃষকদের পাশে দেশের সাধারণ মানুষদের দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করেছেন তিনি।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, নামেই কৃষি আইন আসলে এর থেকে সুবিধা পাবে শিল্পপতি বন্ধুরা। কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা না করে কি করে এই কৃষি আইন প্রণয়ন করা হল? কৃষকদের স্বার্থ কেন অবজ্ঞা করা হল? সরকারের উচিত কৃষকদের কথা শোনা। কৃষকদের হয়ে সকলের আওয়াজ তোলা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পঞ্জাব, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি মিলেনি ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে খুলছে না স্কুল-কলেজ

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি মিলেনি। তাই আপাতত ১ ডিসেম্বর থেকে দশম ও দ্বাদশ ও সমস্ত সরকারি কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে না। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ১০০ শতাংশ উপস্থিতির নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

গত ২৬ নভেম্বর শিক্ষা দফতর এবং উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে ১ ডিসেম্বর থেকে স্কুল-কলেজ চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। অবশ্য স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি সাপেক্ষে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে স্থির হয়েছিল। সে মোতাবেক শিক্ষা দফতর আজ সোমবার এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি মিলেনি, তাই আপাতত ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

সূত্রের দাবি, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে খুব শীঘ্রই পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হবে। এ-ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি হলে তবেই স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠন শুরু করা হবে। কারণ, করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ত্রিপুরা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে স্থান পেয়েছে।

তবে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজে হাজির হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেওয়া হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উপস্থিতি ১০০ শতাংশ বাধ্যতামূলক করে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইন ক্লাস যথারীতি চালু থাকবে।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট ব্রু শরণার্থীরা

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে সমস্যা সমাধানের দিকেই এগিয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের বাছাই করা স্থানেই ব্রু-রা পুনর্বাসনে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হোক, চাইছেন তাঁরা। ত্রিপুরা সরকার তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কয়েকটি স্থানে পুনর্বাসন নিয়ে কেন্দ্রের অনুমতি মিলতেই শুরু হবে প্রক্রিয়া, আজ সোমবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ব্রু শরণার্থী নেতাদের আশ্বস্ত করেছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এবং জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার পৌরোহিত্যে আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, রাজস্ব সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, ওএসডি ড় মানস দেব, ব্রু শরণার্থী সংগঠনের প্রতিনিধি এ মাইবুঙ্গা, ব্রুনো মসা, ফিলিপ আপেটো, বিপিন কুমার মসা, উত্তম কুমার আপেটো, লালফামকিমা আপেটো এবং তিপ্রা সংগঠনের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।

বৈঠক শেষে প্রদ্যুৎ কিশোর জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি পূরণে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। পাশাপাশি, পানিসাগরে ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে সহায়তা ও তাঁর হত্যার ঘটনায় বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, আজকের বৈঠকে আলোচনায় খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ব্রু শরণার্থী সংগঠনের প্রতিনিধি ব্রুনো মসা। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের কাছে দ্রুত পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চালু করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ঘর নির্মাণে এখনই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দাবি রেখেছি। তাঁর কথায়, ১৩টি স্থান চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে পুনর্বাসনে আমরা সম্মতি দিয়েছি।

সচিবালয় সূত্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরীর দাবীতে মহাকরণ অভিযান বিএড উত্তীর্ণদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। ফের একবার আন্দোলনমুখী হলো বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন বেকার বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মহাকরণ অভিযান করে। দাবি তুলে সাধারণ ক্যাটাগরি প্রার্থীদের এস টি জি টি, এস টি পি জি টি পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া। বর্তমানে প্রকাশ হওয়া এস টি জি টি ১৭৫, এস টি পি জি টি ৬৫ টি পদের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা।

চাকরিচ্যুত ১০,৩২৩ জনের মধ্যে শূন্য পদ থাকা ৪৪৪৫ জন সহ অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা। কিন্তু এই দিন তাদের মহাকরণ অভিযানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এতদিন রাজ্যে বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেই নিয়োগের জন্য বলে চিৎকার করছিলেন। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে হাজার হাজার বিএড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত থাকলে হাজার হাজার শূন্য পদ গুলি পূরণ করছে না রাজ্য সরকার। সরকারের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের সমালোচনায় এদিন ছিল দীর্ঘক্ষণের। কিন্তু এদিন বিপ্লব দেবের পুলিশ যুদ্ধের সাজে দাঁড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভকারীদের সামনে।

ভিআইপি জোন এবং রেড জোন জমায়েত করলে গ্রেপ্তার করা বলে আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় দেখাতে শুরু করে এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী। পরে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি দল মহাকরণে ডেপুটেশন প্রদান করতে রায়। কিন্তু আলোচনার পর অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে প্রতিনিধি দলটি। পরবর্তী সময় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণধরনা আন্দোলনে নামছে চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আগামী ১৫ ডিসেম্বর জুট মিলের প্রধান ফটকের সামনে দুই ঘণ্টার গণধরনা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে তারা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত। দায়িত্বগ্রহণের ৩২ মাস সময়ের মধ্যে একটি বারও তিনি জুটমিল পরিদর্শন করতে আসেন নি। জুট মিলের বিভিন্ন সমস্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুষ্ঠিত হল আমরা ১০৩২৩ এর কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। সোমবার আগরতলা টাউন হলে আমরা ১০,৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের এক রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে উপস্থিত সংগঠনের কনভেনার ডালিয়া দাস জানান, আগামী ২ ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দু”মাসের আশ্বাস উত্তীর্ণ হবে। এখন পর্যন্ত চাকরীচ্যুত শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধান নিয়ে সরকারের কোনো রকম পদক্ষেপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যগুলিকে চিঠি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.)।। ক্রমাগত নতুন করে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে দেশের সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিবদের চিঠি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব অজয় ভাল্লা।

প্রতিটা করোনা হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ সহ সার্বিক সুরক্ষা যাতে গুরুত্বসহকারে নজরদারি চালানো হয় তার জন্যই এই চিঠি বলে জানা গিয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে সম্প্রতি গুজরাটের রাজকোটে আগুন লাগার কারণে আইসিইউর মধ্যে থাকা ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আমেদাবাদের একটি হাসপাতালে আগুন লাগার কারণে আটজন প্রাণ হারিয়েছে। দেশে করোনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে করোনা হাসপাতালগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ল বসতবাড়ি, অল্পেতে রক্ষা পেল শহরের নতুনপল্লি এলাকা

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। সাতসকালে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আগরতলায় নতুনপল্লি এলাকা। সময় মতো দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এতে আশপাশের বাড়িঘর ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছে।

স্থানীয় মানুষের দাবি, আজ সোমবার সকালে আগরতলার ধলেশ্বর নতুনপল্লি এলাকার ভলকান ক্লাবের পাশে স্বর্গীয় পার্থ পালের বাড়ি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকেও। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। তবে ঘিঞ্জি এলাকা এবং সরু গলি দিয়ে দমকলের ইঞ্জিন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তা সত্ত্বেও দমকল বাহিনীর কর্মীরা বিকল্প ব্যবস্থা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

দমকল বাহিনীর সাব-অফিসার রতন কুমার সাহা বলেন, তিনটি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই বাড়িতে সাধারণত কেউ থাকেন না। স্বর্গীয় পার্থ পালের ছেলে মাঝে-মধ্যে বাড়িতে আসেন। কিন্তু তিনিও গতকাল বাড়িতে ছিলেন না। ফলে, বিরাট ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তাঁর দাবি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩০-৩৫ হাজার টাকা হবে।

এদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় আগরতলা শহরের পোস্টঅফিস চৌমুহনী এলাকায় একটি বেসরকারী নার্সিং হোমের কাছে গ্যাস পাইপ লাইন লিক করে আগুন ধরে যায়। সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে পথ দূর্ঘটনায় গুরুতর দু’জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কের বিশ্রামগঞ্জ পথদুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতরা হলো সুকান্ত সাহা এবং মনতোষ শীল। জানা যায় কাকড়াবন থেকে বাইক নিয়ে আসছিল ওই দুই যুবক। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মারুতি গাড়ি বাইককে ধাক্কা দেয়। মারুতি গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় ওই দুই যুবক। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। বিশ্রামগঞ্জ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুয়ার সামগ্রীসহ তিন জুয়ারী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ নভেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কদমতলা থানার জোয়া বিরোধী অভিযান। অভিযানে উদ্ধার জান্ডিমুন্ডা জুয়া খেলার সা-সামগ্রি,নগদ অর্থ, দুটি বাইক সহ তিন জুয়ারী।ধৃত তিন জুয়ারী নেপাল মালাকার,প্রজেস দাস ও বিজিত মোহন দাস। বর্তমানে ধৃতরা কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানায় ওসি কৃষ্ণধন সরকারের কাছে গোপন খবর ছিলো বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এস টি পাড়ায় দীর্ঘদিন থেকে জোয়ার রমরমা ব্যবসা চলছে। সেই মোতাবেক গতকাল মাঝরাতে ওসির নেতৃত্বে কদমতলা থানার এস আই অপু দাস বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এস টি পাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে জান্ডি মুন্ডা জুয়ার সামগ্রী সহ নগদ অর্থ ,দুটি বাইক ও তিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষিতার বাড়িতে গেল মহিলা কমিশনের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ নভেম্বর।। বাড়ি পৌঁছে দেবার অজুহাতে মাঝরাস্তায় পঞ্চাশোর্ধ বিধবা ধর্ষিতার বাড়ি ও হাসপাতলে নির্যাতিতাকে দেখতে গেলেন কদমতলা থানার ওসি এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। খোঁজ নিলেন মহিলার শারীরিক অবস্থার। পাশাপাশি অভিযুক্ত ধর্ষণকারী দেবু তাঁতিকে আজ আদালতে প্রেরণ করেছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২৮ নভেম্বর শনিবার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর শারীরিক চিকিৎসার পর ধাত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে মাঝরাস্তায় ধর্ষণ কান্ড সংঘটিত এক নরপিচাশ স্বামী।আর এই জঘন্য কান্ড সংঘটিত হয়েছিল উত্তর জেলার কদমতলা থানার অন্তর্গত রানীবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের হরিনাছড়ায়। হরিনাছড়ার বাসিন্দা দেবু তাঁতী (৩৫) পিতা বমরু তাঁতী নিজের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য পঞ্চাশোর্ধ গ্রাম্য বিধবা ধাত্রীকে খবর দেয়।দেবুর বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর রাত ৯ টার সময় দেবু তাঁতী ধাত্রীকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে রওয়ানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ যন্ত্রনা ক্ষোভে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ নভেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া মহাকুমার দাউধারানি এলাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ নেই। তাতে চরম সংকটে পড়েছেন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। টানা এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী সব অংশের মানুষজন।

সোমবার এলাকাবাসীর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ক্ষুব্দ জনতা এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তারা অভিযোগ করেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুনবাজারে মামা-ভাগনীর রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ৩০ নভেম্বর।। মামা ও ভাগনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ। দুজনের গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে নতুনবাজার থানার অধীন তাক্কুম বাড়ী এলাকায়। মামা তরুণী কলই এবং ভাগনী রীনা কলইয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। বিবাদের মধ্যে একসময় ভাগনী মামাকে ধারালো দা দিয়ে আঘাত করে। তারপর মামা এলোপাথাড়ি ধারালো দা দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তাতে ভাগনীর অবস্থা সংকটজনক। তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি অভিযানকারী কৃষকদের মুক্তির দাবিতে আগরতলায় বিক্ষোভ এআইকেকেএমএস-এর

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.)।। কৃষি আইন বাতিল এবং দিল্লি অভিযানে আন্দোলনরত কৃষকদের নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে আজ সোমবার আগরতলায় হুঙ্কার দিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিষাণ ক্ষেত-মজদুর সংগঠনের রাজ্য শাখা।

সংগঠনের ত্রিপুরা ইউনিটের উদ্যোগে আজ আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে এক বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের রাজ্য ইউনিটের আহ্বায়ক সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক স্বার্থ বিরোধী তিনটি কৃষি আইন, বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২০ সহ বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে এআইকেকেএমএস সহ দেশের বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এআইকেএসসিসি গড়ে তুলেছে। এই

এআইকেএসসিসি-র উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর থেকে কৃষকদের দিল্লি চলো অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, দিল্লির পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে, বিশেষ করে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের ব্যাপক সংখ্যায় কৃষক এবং দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকেও এই দিল্লি চলো অভিযানে কৃষকরা অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, এই অভিযানের প্রাক্কালে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট কৃষক নেতাদের গ্রেফতার করে দিল্লি প্রবেশের পথ সিল করে দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা দিল্লিতে প্রবেশ করতে গেলে জল কামান সহ কৃষকদের উপর পুলিশের ব্যাপক অত্যাচার নেমে আসে।

তিনি দিল্লিতে প্রবেশকালে কৃষকদের উপর পুলিশের নির্যাতনের তীব্র ধিক্কার জানান। পাশাপাশি দাবি তুলেন, অবিলম্বে হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে গ্রেফতার হওয়া সকল কৃষক নেতাদের বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। কৃষক স্বার্থ বিরাধী তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) বিল-২০২০ বাতিল সহ কৃষকের উৎপাদিত ফসল সরকারকেই কিনতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সংগঠন, হুঁশিয়ারি দেন সুব্রত চক্রবর্তী।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ৫৪ ■ ১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১৫ অগ্রহায়ণ ■ মঙ্গলবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কৃষি ভারতবর্ষের প্রাণভোমরা

ভারত বর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি ভারতবাসীদের প্রাণভোমরা। দেশের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বেশি অন্যতম শিল্পে পরিণত হইয়াছে।কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন কিংবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কোনদিনই সম্ভব নয়।সেই কারণেই কৃষির উন্নয়ন ঘটাইতে হইলে কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রাখিতে হইবে।কৃষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হইবে এই ধরণের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক নয়। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বিতর্কিত কৃষি বিলগুলি পাশ করাইয়া নতুন আইনে পরিণত করিয়াছে।

সংসদে বিল উত্থাপনের শুরু থেকেই বিরোধিতা করিয়া আসছিল সমস্ত বামপন্থী দল, অকালি দল, কংগ্রেস, তৃণমূল প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপি-বিরোধী বেশিরভাগ দলই এই বিল তথা আইনের বিপক্ষে ছিল। অকালি দল এনডিএ শরিক হইয়াও চূড়ান্ত বিরোধিতার পথে গিয়াছিল। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দু'টি কৃষি বিল লোকসভায় পাশ হইতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বের হইয়া আসেন অকালি দলনেত্রী হরসিমরত কাউর বাদল। হরসিমরত মন্ত্রিসভা ছাড়ার দিন দশেক বাদে শিরোমণি অকালি দল এনডিএ ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।অকালি দল এনডিএতে ছিল টানা ২৪ বছর। দলটি বিজেপির অনেক পুরনো বন্ধু এবং এনডিএর সবচেয়ে পুরনো শরিক। এনডিএ নামক একটি সফল জোটকে বস্তুত কৃষি বিল ইস্যুই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। শিবসেনার পর অকালি দলের এনডিএ-ত্যাগ ভারতের রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে এক বড় ঘটনা। কিন্তু তাহাতেও মোদি সরকার দমেনি। রাজ্যসভাতেও কৃষি বিলগুলি পাশ করাইয়া নিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই সরকার এই কট্টর অবস্থান নিয়াছে। এই সরকারের অজানা নয় যে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে এমপি বা এমএলএর সংখ্যাধিক্যই শেষকথা নয়। কারণ, এই বহু দলীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় একটি সরকার গড়িতে ৫০ শতাংশের বেশি ভোটলাভ বাধ্যতামূলক নয়। কমবেশি ৩০ শতাংশ ভোটারের সমর্থন নিয়াও সরকার গড়িয়া ফেলা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায়। নিজের পছন্দের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী প্রভৃতি নিয়োগ করা যায়। সরকার বুঝিয়াও বুঝিল না যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই আইনের বিরুদ্ধে। তাহারা উপলব্ধি করিল না, কেন বিরোধীদের কথা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়া শোনা দরকার, প্রয়োজনে সেইমতো পদক্ষেপ করাও জরুরি।

বিজেপি পার্টি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তত এটা ভাবিয়া দেখা দরকার ছিল।অকালি দল নেতৃত্ব কেন এতটা কঠিন কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়া তাহাতে অবিচল রইল। ভারত এখনও কৃষিপ্রধান দেশ। ৬৪ শতাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ রাজ্যের জিডিপির মেজর শেয়ার কৃষি থেকেই আসে। তবু কিন্তু নয়া কৃষি আইনের প্রভাব সব রাজ্যে সমান নয়। তাই এই আইনের বিরোধিতা সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি হইয়াছে পাঞ্জাবে। উত্তর ভারতের মধ্যে হরিয়ানা। উত্তরপ্রদেশের কৃষকরাও বেশ সরব হইয়াছেন। দক্ষিণে জোরদার বিরোধিতা করিয়াছে তামিলনাড়ু। কৃষি হইল ভারতীয় অর্থনীতির প্রাণভোমরা, কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতিতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কৃষির শক্তি কতটা। যখন বেশিরভাগ শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্র আত্মসমর্পণ করে বসিয়াছে, তখন একমাত্র কৃষিক্ষেত্রই মাথা তুলিয়াছিল। লকডাউন পিরিয়ডেও জিডিপি গ্রোথ ধরিয়া রাখিয়াছিল কৃষি। এই বিষয়টি সরকারকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত কৃষি সংস্কার কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলিয়া দিয়াছে। এই আইনের পক্ষে সরকার হাজার সাফাই গাইলেও কৃষকদের দুশ্চিন্তা কমিতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিতে হইবে, গরিব কৃষকরা আইনগুলি বাতিল করিবার দাবিতেই অনড়। কৃষকস্বার্থ নিয়া কৃষকরা আন্দোলন করিতেছে। কালহরণ না করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথা উচিত। সত্যিকার কৃষি সংস্কার বলিতে যাহা বোঝায়, তার জন্যই উদ্যোগী হোক কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষি বিলকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার করিলেই চলিবে না। এই বিষয়ে সরকারকে আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে।

একমাস দার্জিলিংয়ে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরছেন রাজ্যপাল ধনকর

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এক মাস দার্জিলিং থেকেই তিনি সামলেছেন প্রশাসনিক দায়িত্ব। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। প্রায় শেষে 'এভারগ্রিন' মিলিন্দ সোমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল রাজ্যপালের। টুইটে সেই ছবি শেয়ার করলেন তিনি।এছাড়াও, দার্জিলিংয়ের রাজভবনে সোমবার বিকেলে এই প্রথমবার সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মাসজুড়ে বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে একাধিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন বলেও জানান রাজ্যপাল। ধনকরের দাবি, এই সময়ের মধ্যে একাধিক জটিল বিষয় উন্মোচিত হয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে না বলে আরও একবার অভিযোগ করেন তিনি।প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে জোরাল আক্রমণ শানান রাজ্যপাল। বলেন , "বাংলার সংস্কৃতিতে ঔদ্ধত্যের কোনও স্থান নেই। তা সত্ত্বেও অনেকের কথার মাধ্যমে শক্তি এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। যা আমাকে সত্যিই ব্যথিত করে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ সংবিধান মেনে কাজ করুন। গণতন্ত্রের বিরোধী হবেন না। রাজনৈতিক দলদাস হয়ে কাজ করবেন না। জানি সত্যি তা বড় কঠিন। কারণ আপনার হাত-পা বাঁধা। তবু যারা এ কাজ করছেন তাদের বিরোধিতা করুন।"গত সপ্তাহে একাধিকবার গরুপাচার এবং কয়লা কাণ্ডে গ্রেফতারি প্রসঙ্গে টুইট করেন রাজ্যপাল। দু'জন অভিযুক্তকে আড়াল করা এবং তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে ধনকরের বিরুদ্ধে ওঠে অভিযোগ। সাংবাদিক বৈঠকে সে বিষয়টিও আরও একবার তুলে ধরেন তিনি। এই সঙ্গে, নেতাদের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগেও সুর চড়ান রাজ্যপাল। নবান্ন-রাজভবনের মধ্যে টুইট-পালটা টুইট এবং পত্রবোমা আদানপ্রদান লেগেই থাকে। তারই মাঝে রাজ্যপালের এই সাংবাদিক বৈঠক দু'পক্ষের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা এক ধাক্কায় আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করবে বলে মনে করছেন অনেকে।

বুধবার বিকেল ৪টায় কলকাতায় প্রথম করোনা টিকা নেবেন ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার বিকেল চারটেয় নাইসেডে করোনা টিকা নেবেন এ শহরের প্রথম নাগরিক ফিরহাদ হাকিম। গোটা দেশে ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষের উপর টিকা প্রয়োগ করা হবে। যার মধ্যে থাকবেন বাংলার এক হাজার জন। আর বুধবার তারই সূচনা হবে। দেশের যে ২৮টি সংস্থা ভ্যাকসিনের ট্রায়ালের দায়িত্ব পেয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম নাইসেড। দিন কয়েক আগেই নাইসেডের তরফে জানা গিয়েছিল, ডিসেম্বরেই কোভ্যাক্সিনের তৃতীয় দফার পরীক্ষা শুরু হবে। শেষ ধাপের পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসেছে কোভ্যাক্সিনের ১ হাজার টিকা। আর সেই টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হবে তাঁর উপর। ই করোনা ভ্যাকসিন নেবেন, সে কথা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এবার কলকাতা পুরসভার মুখ্যপ্রশাসক জানিয়ে দিলেন দিনক্ষণ।
কিন্তু তাঁকেই কেন এই পরীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হল? আসলে যে শহরেই টিকার পরীক্ষা চলছে, প্রথম নাগরিক হিসেবে সেখানকার মেয়রদেরই সর্বপ্রথম টিকা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ঠিক একইভাবে বাংলায় প্রস্তাব পান ফিরহাদ। বিভিন্ন শহরের মেয়রের কো-মর্বিডিটি থাকার কারণে তাঁদের এই প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তাঁদের হার্ট কিংবা ফুসফুস একেবারে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু টিকা প্রয়োগের প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে যান।

একটি উপন্যাস ও না-ফেরার দেশের সাম্প্রতিক উড়ানের স্রষ্টা

শান্তনু রায়

সত্তর দশকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা রক্তস্নাত দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের পর নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের মাস কয়েক আগে জন্ম হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এ রাজ্যে বিধানসভার বহু উল্লেখিত সেই নির্বাচনও। বছর খানেকের কলেজ ছাত্র। চারপাশের হলগুলিতে প্রায়শ সিনেমা দেখারও সহজ সুযোগ। একদিন কলেজ চত্বরে আড্ডায়ও উচ্চকিত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ও হাউসফুল যাওয়া পিনাকি মুখার্জির চলচ্চিত্রটির মূল উপন্যাসের থেকে ভিন্নতারমাত্রার কথা। উপন্যাসটির কথা জানা থাকলেও পড়া হয়ে ওঠেনি তখনও। সেদিন থেকে কিন্তু বইটা একবার পড়ার অদ্ভূত আগ্রহ পেয়ে বসল।

দিন কয়েক পর লাইব্রেরি থেকে বইটি পেয়ে কয়েক পাতা পড়ার পরেই এক অদ্ভূত ভালোলাগা যেন আচ্ছন্ন করে নিল। এক আবেশের ঘোরের মধ্যে গোগ্রাসে গিলে বইটা শেষ করেও আরও কয়েকবার পড়লাম। সে এক অনির্বাচনীয় অনুভূতি। উপন্যাসটি আমি এ যাবৎ অনেকবার পড়েছি, পরে ঘনিষ্ঠজনদেরও পড়িয়েছি স্বতপ্রণোদিত হয়ে। পরিচিতজন বন্ধুবান্ধবেরাও বইটা একাধিকাবর পড়েছে বলে শুনেছি।

উপন্যাসের নাম বহুশ্রুত ও পঠিত 'মেমসাহেব' লেখক নিমাই ভট্টাচার্য। সেই শুরু। একে একে পড়া হল লেখকের 'রাজধানীর নেপথ্যে', 'ভি আই পি', ডিপ্লোম্যাট, ইমন কল্যাণ, কেরানি, ডিফেন্স কলোনি, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, গোধুলিয়া এবং সুদূর লন্ডনের পটভূমিকায় 'পিকাডেলি সার্কাস' এবং আরও অনেক অনেক এবং প্রায় সব। নিজের সৃজনের মাধ্যমে কখন যেন একান্ত আপন হয়ে গেলেন লেখক। সেই 'মেমসাহেব'এর স্রষ্টা, সাংবাদিক সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য নবতির দোরগোড়ায় বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় করোনা আবহে সম্প্রতি 'আকাশ ভরা সূর্য তাদের মাঝে স্থান করে নিলেন দক্ষিণ কোলকাতার স্বীয় আবাসস্থলকে আলবিদা জানিয়ে। জন্মগ্রহণ ১৯৩১ এ অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার মাগুড়া মহকুমায় চিত্রা নদীর পার্শ্ববর্তী শরুশুনা গ্রামে। দেশ বিভাগের পর এ বঙ্গে চলে এসে ভর্তি হন রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ১৯৪৮-এ। সাংবাদিক জীবনের শুরু ১৯৫০-এ লোকসেবক পত্রিকায়। লক্ষ্য পূরণের উদ্দীপনায় এরপর স্বপ্নের উড়ানে সাহসী আরোহণে রাজধানী এবং তারপরে প্রায় সিকি শতক সাংবাদিকতার সূত্রে দিল্লি বাস এবং আশির দশক থেকে আবার কলকাতয় বাস। কর্মসূত্রে ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কের সংস্পের্শে এসে ঘনিষ্ঠ বৃত্তে স্থান করে নিয়েছিলেন পেশাগত কর্মকুশলতায়। দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে তিনি পণ্ডিত নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভি কে কৃষ্ণ মেনন, মোরারজি দেশাই এবং ইন্দিরা গান্ধির স্নেহভাজন ছিলেন। বিদেশে অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সফরসঙ্গী সাংবাদিক হিসেবে গেছেন। বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের সাথে সুপরিচিত হয়েছেন, তাঁদের সাথে চা পানের আসরে থাকার সুযোগ ঘটেছে। শোনা যায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরেই সানন্দে তাঁর কোলকাতার গৃহে পদার্পণ করেছিলেন এক সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। যেমন তাঁর একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানীজী দেশের তথ্যও বেতারমন্ত্রী থাকাকালীন।

এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে নিজের পেসাগত সাফল্যের অভিজ্ঞতায় তিনি যখন বলেন, এসময়ে এ পেশার সাথে যুক্তদের অবশ্যই দিশারি, 'ভালো রিপোর্টার হতে গেলে নিজের প্রচণ্ড আগ্রহ ও সততা থাকতে হবে, তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওয়াল্টার লিম্যানেরি উক্তিটি There can be no hihher law in joumalism than to tell the truth and shame the devli. প্রসঙ্গত দাপটে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত, রাজধানীর ভি আই পি মহলে পরিচিত নিমাইবাবু গড়পড়তা বাঙালির কাছে পরিচিত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে, 'মেসাহেব' উপন্যাসের হাত ধরে যায় সূচনা। ক্রমে তাঁর সাংবাদিক পরিচয় ছাপিয়ে সাহিত্যিক পরিচয়ই জনমনে স্থায়ী আসন করে নিল। হয়ত উভয় পেশা ভিন্ন হলেও নয় পরস্পর বিপ্রতীপ উভয়ই হল সমাজের দর্পণ। তাই হয়ত ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন Lournalism is literature in a hurry.

যেমন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্য সমালোচক সিরিল কনোলীর অভিমত Journalism is more about conveying fact, while literature is more about conveying truth.

যাহোক নিঃসন্দেহে নিমাই ভট্টাচার্য দু'টি ক্ষেত্রেই সমকৃতিত্বের ও সাফল্যের সঙ্গত দাবিদার। সুপুরুষ সেই মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ এসেছিল অনেক পরে, সম্ভবত কোনও বইমেলায়। সাংবাদিকতা পেশা থেকে ক্রমে চলে এলেন পুরোপুরি সাহিত্যের অঙ্গনে। বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শ'দেড়েক অধিকাংশই উপন্যাস লিখেছেন 'বিপ্লবী বিকোনন্দ'র মতো গ্রন্থও। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত রাজধানীর নেপথ্যে তাঁর প্রথম উপন্যাস, কিন্তু জনপ্রিয়তম উপন্যাস মেমসাহেব। ১৯৬৮ সালে এ উপন্যাস প্রকাশিত হলে সাড়া পড়ে যায় পাঠকমহলে। এটিই সম্ভবত তাঁর মাস্টারপিস। এখনও উপন্যাস সমান জনপ্রিয়। একজন সফল সাহিত্যিকের কৃতিত্ব তো এখানেই। এ বইয়ের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তাঁর নিজের কথায়— মেমসাহেব বইটা ৫০ বছর ধরে সমান জনপ্রিয়,এটা সাধারণত দেখা যায় না।

' মেমসাহেব' রোমান্টিক উপন্যাস হলেও এর পটভূমি হিসেবে এসেছে দেশবাগ ও দেশবাগজনিত বিপর্যস্ত মানুষের নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্টার রোজনামচা। অনুমান করা যায় তিন বছর বয়সে মাতৃহারা ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি নায়ক অতি শৈশবে মাতৃহীন রিপন স্কুল ও কলেজর ছবি বাচ্চু হয়ত অংশত স্রষ্টার নিজের জীবনের ছায়ায় সৃজিত যে তার দোলা বৌদিকে লেখে সব মানুষই মা'কে হারায় কেউ শৈশবে কেউ কৈশোরে কেউ যৌবনে, কেউবা প্রৌঢ়ত্বে বার্ধক্যে। কৈশোর বা যৌবন, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে মাকে হারালেও অল্পবিস্তর কিছু সান্ত্বনা আছে। কিন্তু আমার মতো যে শৈশবে মাকে হারায়, মাতৃস্নেহের স্বাদ উপলব্ধি করার পর্যন্ত যার ক্ষমতা হয়নি সে যদি মাতৃহীন হয় তবে তার কি সান্ত্বনা।

উত্তমকুমারের অভিনয় গুনে চলচ্চিত্রে প্রতিভাসিত সাংবাদিক নায়ক বাচ্চু চরিত্রটি লেখকের আন্তরিক সৃজনের মুন্সিয়ানাই তৎকালীন বহু বাঙালিরমনে দাগ কেটেছিল গভীরভাবে এবং সাংবাদিকতা পেশার প্ল্যামার ইচ্ছা জাগিয়েছিল অনেক শিক্ষিত তারুণ্যে।

তাঁর সব উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা তাঁর যেন চোখে দেখা এবং তাদের জীবনের গল্পই রসদ হয়েছে উপন্যাসে। খুব কাছ থেকে দেখা সমকালীন রাজনৈতিক মহলের কর্ম ও যাপনের ছাপ ফেলেছে, বারবার ফিরে এসেছে তাঁর সাহিত্যে আটপৌরে বাঙালিদের কাছে প্রায় অচেনা ও জগত উপস্থিাপিত উদ্ভাসিত হয়েছে,সে বৃত্তের অনেক সফল বাঙালির চলন যাপন কাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্য প্রণোদিত করেছে তরুণ প্রজন্মের অনেককে স্বপ্নের উড়ানে আত্মবিশাসী আরোহণে। প্রধানত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত এবং দায়িত্বসীল সরকারি চাকুরে এবং ভি আই পি অর্থাৎ রাজধানী ক্ষমতার বৃত্তের কাছাকাছি বিশিষ্টদের মাঝে বিচরণে তাদের কথা বারবার এলেও জীবন সংগ্রামের উপাখ্যান ও স্থান পেয়েছে তাঁর মরমী সৃজনে সহজ সাবলীল উপস্থাপনে। তাঁর লেখনি কখনই বিস্মৃত হয়নি বিশাল বঙ্গসংস্কৃতির মাঝে যাপনকারী মধ্যবিত্তেরও দৈনন্দিনতা, যে ন্যারেটিভ বারংবার বলতে চেয়েছে দেশবাগের যন্ত্রণার কথা এবং দেশবাগ পরবর্তী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এ শহরে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাপনিচত্র। চাঁর সাহিত্যে কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা বিশেষ কোনও মতাদর্শের অভিমুখ না থাকলেও অনুভব করা যায় বলিষ্ঠ সম্প্রতিভ ঝকঝকে উপস্তাপনার অন্তঃস্থলে লেখকের এক গভীর সমাজমনস্কতা ও সজাগ পর্যবেক্ষণ শক্তি সদা ক্রিয়াসীল যা তাঁর বলিষ্ট লেখনিতে বারবার প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের শিক্ষিত ও পরিশীলিতদেরও সংকট আর সম্পর্কের টানাপোড়ানে বিচলন দগ্ধ হওয়ার কাহিনীচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় রোমান্টিক উপন্যাসগুলিও সর্বাশে আধুনিক হয়েও ছিল সর্বপ্রকার তারল্যরহতি এবং স্থূল রোমান্সের বিবরণবর্জিত এবং তা জনপ্রিয় হতে পেরেছিল জনপ্রিয়তা অর্জনের সহজ পথে বিচরণ না করেও। তাঁর সাহিত্যে যেমন ছিল না রাষ্ট্রীয় স্বরের প্রতিধ্বনি তেমনই ছিল না বিশেষ পরিসরের কোন সিখরবাসীর একমাত্রিক পর্যবেণের প্রতিফলন।

দেশভাগ তাঁর মনে এক গবীর ক্ষতেরজন্ম দিয়েছিল যার যাতনা তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে আজীবন, তাঁর সাহিত্যেও বারংবার লেগেছে সে বেদনার রঙ। তাই তো তাঁর আপন অনুভূতিই যেন প্রকাশ পায় উপন্যাসের নায়ক নামী পত্রিকার রাজধানীতে স্পেসাল করেসপেন্ডেন্ট বাচ্চুর লেখনীতে এভাবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়,তীরার গর্ভেই বোধহয় বাঙালির পূর্বপুরুষের জন্ম। তা নাহলে সমগ্র বাঙালি জাতটা এমন অবিসাপগ্রস্ত কেন হল? স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চরম অগ্নিপরীক্ষা দেবার পরও কেন তার রাহুমুক্তি হল না, স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও কেন তাদের চোখের জল পড়া বন্ধ হল না? কিন্তু তাঁর সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবন দর্শনের সুরটি ছিল ইতিবাচক আক্ষেপে বিলাপে বিদীর্ণ নির্জীব না হয়ে অন্তহীন প্রয়াস উত্তরণের লক্ষ্যে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আলু বীজের দাম কী থাকবে চাষিদের নাগালের মধ্যে ?

খায়রুল আনাম

এবার বর্ষা ভালো হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য জায়গার সাথে জেলা বীরভূমেও জেলার প্রদান ফসল ধান চাষ ও সম্পন্ন হয়েছে একশো শতাংশ জমিতে। বিগত কয়েক বছর ধরে এই চিত্র দেখা যায়নি জেলায়। জেলায় কিছু জায়গায় আঞ্চলিকভাবে জলস্ফীতির ফলে অল্পবিস্তর কিছু সমস্যা সৃষ্টি হলেও, জেলায় সেই অর্থে কোথাও এবার বন্যা পরিস্থিতিও দেখা দেয়নি। তাই, জেলা কৃষি দফতরও আশা করছে যে, এবার জেলা আমন মরশুমে ধান ধান উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু আমন ধানের পরেই পরবর্তী চাষ হিসেবে জেলায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে আলু চাষ। জেলার কয়েকটি জায়গায় বেশি পরিমাণে আলু চাষ হলেও জেলার প্রতিটি প্রান্তেই রবি মরশুমে ধান উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু অমন ধানের পরেই পরবর্তী চাষ হিসেবে জেলায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে আলু চাষ। জেলার কয়েকটি জায়গায় বেশি পরিমাণে আলু চাষ হলেও জেলার প্রতিটি প্রান্তেই রবি মরশুমে আলু চাষ হয়ে থাকে। তারপরে রয়েছে সরষে চাষ। হিসেবে জেলায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে আলু চাষ। জেলার কয়েকটি জায়গায় বেশি পরিমাণে আলু চাষ হলেও জেলার প্রতিটি প্রান্তেই রবি মরশুমে আলু চাষ হয়ে থাকে। তারপরে রয়েছে সরষে চাষ। জেলার ধানের পরেই দ্বিতীয় প্রধান ফশল হিসেবে ইতিমধ্যেই আলু চাষের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর পরেই যাতে আলু চাষ করা যায় তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আলু চাষিরা। কিন্তু বিগত বছরের নভেম্বর মাস থেকে খোলা বাজারে আলুর যে ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে তাতে, সেই আনুপাতিক হারে আলু বীজেরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে

বলেই ধরে নেওয়া যাচ্ছে। আর তারফলে আলু চাষিরা যে চরম সঙ্কটে পড়বেন, সেটাও মনে করা হচ্ছে। আলু চাষিরা বলছেন, বিগত নভেম্বর থেকে তাঁরা যে ভাবে আলুর দাম পেয়ে চলেছেন তা তাঁদের কাছেও অবিশ্বস্য বলে মনে হচ্ছে। আলু বিক্রি করে তাঁরা যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। আর এখান থেকেই তাঁদের মধ্যে আগামীতে আলু চাষ করার জন্য আলু বীজের মূল্য কতটা বৃদ্ধি পাবে, তা নিয়েই তাঁরা উদ্বিগ্ন রয়েছেন।

এরাজ্য এখন ও পর্যন্ত আলুবীজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে না পারার কারণে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা তেকে আমদানিকৃত আলুবীজের উপরে নির্ভর করতে হয়। এরাজ্যের যে সব আলুবীজ ব্যবসায়ীরা তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ব্যাবসা করেন তাঁরা অন্যান্য বছর মার্চ মাস থেকেই আলুবীজের বায়না শুরু করে দেন। কিন্তু এবার অন্যান্য বছরের চেয়ে আলুর দাম বেশি থাকায়, আলুবীজে অধিক মুনাফার আশায় বা লোভে মার্চ মাস থেকে আলুবীজের কোনও অগ্রিম বায়না বা বুকিং নেওয়া হয়নি। আলুবীজের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কাটা তৈরি হচ্ছে সেখান থেকেই। বাজারে আলুবীজ এবং খাবার আলু উভয়ই বিক্রি হয়ে থাকে ৫০ কেজি-র বস্তা হিসেবে। গত বছর রাজ্যে খাবার জ্যোতি আলু যেখানে বিক্রি হয়েছে প্রতি বস্তা ৩৫০ টাকা হিসেবে সেখানে ওই আলুবীজই বিক্র হয়েছে বস্তাপিছু ১ হাজার ৩০০ টাকা থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা বস্তা হিসেবে। বর্তমান বছরে এই সময় খাবার জ্যোতি আলুই যেখানে গত বছরের চেয়ে চারগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৩০০ টাকা থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা বস্তা হিসেবে সেখানে, এবার খাবার আলুর সাথে সাজুয্য রেখে বীজ আলুর দামও বাড়বে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। অক্টোবর মাসের শেষ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই রাজ্যে আলুবীজ বপনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রতি বিঘা জমিতে সাধারণত ৪ বস্তা আলুবীজের প্রয়োজন হয়। বিঘা প্রতি ৮৫ থেকে ৯০ বস্তা অলু উৎপন্ন হয়ে তাকে। জমিতে আলু উৎপাদনের জন্য চাষের খরচ, বীজ আলু, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রমিকের মজুরি সহ অন্যান্য খরচ রয়েছে। সেইসব বাদ দিয়ে আলুচাষির লভ্যাংশ কতোটা থাকবে, সেটাই বিতার্য। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত পরিস্থিতিতে জমিতেই আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়টি রয়েছে। যেখানে আলু চাষির আত্মঘাতী হওয়ার মতো ঘটনাও গটে থাকে প্রায় প্রতি বছরই। তাই আলুচাষ প্রায় প্রতি বছরই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর সেই জন্যই গ্রামবাংলায় বলা হয়ে থাকে যে আশায় বাঁচে চাষা। সেই আশায় ভর করেই এবারও যে আলুচাষষ বাড়বে তা প্রায় সুনিশ্চিত। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলু বীজের দাম বাড়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। রাজ্যে আলু বীজের দাম নিয়ে ফাটকবাজি হলেও, সেই অর্থে সরকারিভাবে বীজ আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনও ব্যবস্থাই থাকে না। চাষিদের যাতে অধিক দামে বীজ আলু কিনতে না হয়, সে জন্য সরকারিবাবে ফাটকাবাজি রুখতে টাস্কফোর্স গঠন, বাজারে নানা মাপের সরকারি আধিকারিক, মন্ত্রীদের পরিদর্শনের কুনাট্য হলেও তাতে কাজের কাজ তেমন একটা কিছু হয় না। আবার সরকারিভাবে কোথাও কোথাও আলুবীজ সরবরাহ করার কথা বলা হলেও তা সময়েও পৌঁছায় না। আবার যে বীজ আলু আসে, তার গুণগত মান নিয়ে এতো প্রশ্ন আর সংশয় থাকে যে, তার উপরে চাষিরা খুব একটা ভরসা রাখতেই পারেন না। আর তাই পচনশীল ফসল হিসেবে আলুচাষে নিশ্চয়তার চেয়ে অনিশ্চয়তার পাল্লাই বেশি ভারী থেকে যাচ্ছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় আমরা ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত কর্মীরা এক আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

আমেরিকার বাজেট চিফ পদে বসতে চলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা নীরা ট্যান্ডন

নিউইয়র্ক, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে চলেছেন আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসের পর এবার হোয়াইট হাউসের 'অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট'-এর প্রধান হতে চলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা নীরা ট্যান্ডন। বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেস—এর চিফ এগজিকিউটিভ। ক্ষমতায় আসার পর মহিলায় ক্ষমতায়নের সেই ধারা বজায় রয়েছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসছেন মহিলারা। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসকে মনোনীত করে প্রথম চমক দিয়েছিলেন বিডেন। এর পর একে একে আমেরিকায় কোষাধ্যক্ষ থেকে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান পদে মনোনীত করেছেন মহিলাদের। এবার বাজেট চিফ পদেও বসতে চলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা নীরা ট্যান্ডন। বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর আমেরিকান প্রোগ্রেস---এর চিফ এগজিকিউটিভ। উল্লেখ্য, এই সংগঠন কিছুটা বামপন্থা চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। নীরা আবার এক সময় হিলারি ক্লিন্টনেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শুধু তাই নয়। হোয়াইট হাউসে প্রেস সচিবের দায়িত্ব পাচ্ছেন এক নারী- জেনিফার সাকি। দীর্ঘ দিন ডেমোক্র্যাটদের মুখপাত্র ছিলেন তিনি। যোগাযোগ রক্ষাকারী দফতরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারেন কেট বেডিংফিল্ড। তিনি বিডেনের হয়ে প্রচারের দায়িত্ব সামলেছেন।এদিকে আর্থিক পরামর্শদাতা পরিষদের দায়িত্বে আসতে চলেছেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ সিসিলিয়া রাউসকে। এখানেও নয়া মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন বিডেন। প্রথম অ্যাফ্রো—আমেরিকান হিসাবে রাউস আর্থিক পরামর্শদাতা পরিষদের দায়িত্বে পেতে চলেছেন। উল্লেখ্য, এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা তিন। বাকি দুই পদে বসতে চলেছেন জেয়ার্ড বার্নস্টাইন এবং হিদার বাউশে। উল্লেখ্য, সদ্য নির্বাচিত মার্কিন জো বিডেনের প্রশাসনিক টিমে ঠাঁই পেয়েছে অন্তত ২০ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এঁদের মধ্যে তিনজন নেতৃত্বে থাকবেন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী ডিফেন্স সেক্রেটারি ক্রিস মিলারের চিফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হলেন ইন্দো-আমেরিকান কাশ্যপ প্রমোদ পটেল। সবমিলিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে একাধিক ভারতীয়রা স্থান পেয়েছেন।-

শিলঙের রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে তালা ও লাগাতার হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত মেঘালয়ের খাসি ছাত্র ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ করার দাবি 'আমরা বাঙালি'র

শিলচর (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : শিলঙে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে বাধা দেওয়া এবং বাঙালিদের উপর লাগাতার হিংসাত্মক ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত মেঘালয়ের খাসি ছাত্র ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ করার জোরালো দাবি তুলেছে 'আমরা বাঙালি'। দলের অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ উদ্বেগ ব্যক্ত করে জানান, গত ২৩ নভেম্বর শিলঙের রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে অনৈতিকভাবে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল খাসি ছাত্র ইউনিয়নের উগ্রবাদীরা। ২৩ নভেম্বর নাকি তাদের একটি উৎসব ছিল। উৎসবের দিন মেঘালয়ের সরকারি কার্যালয়ও নাকি বন্ধ ছিল। হাস্যকর এই যুক্তি দেখিয়ে ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে তালা সেঁটে মিশনের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে বেপরোয়া খাসি ছাত্র ইউনিয়ন।

সাধন পুরকায়স্থ আরও বলেন, ইদানীংকালে খাসি ছাত্র ইউনিয়ন সীমা অতিক্রম করে একের পর এক বাঙালি নির্যাতনের ঘটনা সংগঠিত করে চলেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকারি ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে দেশের সংবিধানের পরিপন্থী কার্যকলাপের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলছে খাসি ছাত্র ইউনিয়ন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইছামতী ও ভোলাগঞ্জের বিভিন্নস্থানে বাঙালি জনগণের উপর অতর্কিত হামলা চালায় খাসি ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও সদস্যরা। সেই ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার মেঘালয়ের বাঙালিদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে চলেছে খাসি ছাত্র ইউনিয়ন। মেঘালয়ে বাঙালিদের নেই কোনও সামাজিক নিরাপত্তা। তাঁদের দোকানপাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ খুলতে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি শারীরিক হেনস্তা ও নির্মমভাবে মারধর করা হচ্ছে। এমন-কি গত ২৮ নভেম্বর শিলঙের পাশে মাওপেটত্রি নামক স্থানে রক্তাক্ত অবস্থায় ট্যাক্সিচালক নিখিল দের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে দায়সাড়াভাবে একটি মামলা নথিভুক্ত করে নিজেদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। কিন্তু অপরাধীদের গ্রেফতারে কোনও বিশেষ তৎপরতা দেখায়নি।

তিনি বলেন, এভাবেই গুপ্ত আক্রমণ করে বাঙালিদের হত্যা করা হচ্ছে। তাই আক্ষরিক অর্থে মেঘালয়ে জঙ্গলরাজ কায়েম করেছে খাসি ছাত্র সংস্থা, খেদ ব্যক্ত করেন সাধন পুরকায়স্থ। প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় যথেষ্ট যৌক্তিকতা তুলে ধরে উগ্রবাদী খাসি ছাত্র ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। প্রাক্তন রাজ্যপালের দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাকে সতেজ করে তুলতে এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সর্বশ্রেণির মানুষের অধিকার রক্ষার্থে চরম উগ্রবাদী খাসি ছাত্র ইউনিয়নকে শীঘ্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে দাবি জানিয়েছেন আমরা বাঙালি-র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ।

সাধন বলেন, মেঘালয় রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৭৩ সালে।

কিন্তু ১৯২৮ সালে স্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশনের উপর আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে মেঘালয় রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার অনেক আগে শিলং সহ গোটা পাহাড়ি অঞ্চলে উপজাতিদের শিক্ষার প্রসার, ভোকাশনাল ট্রেনিং সহ সমাজ সেবামূলক কাজ করে আসছে রামকৃষ্ণ মিশন। এমন-কি বিশ্বখ্যাত বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র দেশে ধর্মীয় চেতনা, আধ্যাত্মিকতার চর্চা ও মানবতার বাণী ছড়িয়ে দিয়ে সেবামূলক কাজ করছে। উপজাতি জনগণের শিক্ষার প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আবাসিক স্কুলে উপজাতি খাসি, গারো, জয়ন্তিয়া সহ অন্যান্য খ্রিষ্টান ছেলেমেয়েদের লালন পালন ও শিক্ষাদানকারী রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে তালা লাগিয়ে চরম নিকৃষ্টতর কাজ করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বক্তা সাধন পুরকায়স্থ।

ভুয়ো ছবি পোস্ট করে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষোভের মুখে চিন

সিডনি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : অস্ট্রেলীয় সেনার ভুয়ো ছবি পোস্ট করায় বেজিংকে সরাসরি ক্ষমা চাইতে বললেন অজি প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। ইতিমধ্যে টুইটার কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে ছবিটি সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে অজি প্রশাসন। পাশাপাশি, সোমবার সাংবাদিক বৈঠকও ডাকেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। সেখানে তিনি চিনের এই কাজের সমালোচনা করেন। চিনের ওই সরকারি আধিকারিকের পোস্ট করা ছবিটি যে ভুয়ো সেকথাও জানান। স্কট মরিসন বলেন, "এটি খুবই জঘন্য কাজ। কোনওভাবে এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া উচিত নয়। চিন সরকারের লজ্জা হওয়া উচিত। ওঁরাই বিশ্বের নজরে ছোট হয়ে গেল।"

এ ব্যাপারে পালটা চিনের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া সরকারের উলটে লজ্জা হওয়া উচিত কারণ, তাঁদের সেনারাই আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষজনকে মেরেছে। আসলে, গত সপ্তাহেই অস্ট্রেলীয় সেনার শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছিলেন, আফগানিস্তানে বেআইনিভাবে সাধারণ বাসিন্দাদের মারার অভিযোগে তাঁদের বিশেষ বাহিনীর ১৩ জন সেনা জওয়ানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই নিয়েই গত কয়েকদিন সরব হয়েছে চিন। সেই প্রসঙ্গেই ওই ছবিটি টুইট করেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান। এছাড়া বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে নতুন করে বিভিন্ন ইস্যুতে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। আর তারই ফলস্বরূপ এই তরজা।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেন চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান । সেই ছবিতে এক সেনা আধিকারিককে একটি আফগান শিশুর গলায় ছুরি ধরে থাকতে দেখা যায়। ঝাও ছবিটি পোস্ট করে দাবি করেন, নির্মমভাবে আফগান শিশুটির গলায় ছুরি ধরে থাকা ওই সেনা অফিসার অস্ট্রেলিয়ার। আর এই ভুয়ো ছবিটির কারণেই চটেছে মরিসন সরকার।

কুকুরের সঙ্গে খেলতে গিয়ে চিড় ধরল ৪৬তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত জো বিডেনের পায়ে

নিউইয়র্ক, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : প্রিয় কুকুরের সঙ্গে খেলতে গিয়ে চিড় ধরল ৪৬তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ৭৮ বছরের জো বিডেনের পায়ে। এই খবর শোনার পরেই টুইট করে তাঁর আরোগ্য কামনা করেছেন আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তাঁর পায়ের মাঝামাঝির হাড় সূক্ষ্ম চিড় ধরেছে। তাঁকে বেশ কয়েক সপ্তাহ ওয়াকিং বুট পরে চলাফেরা করতে হবে। শনিবার তাঁর পোষা কুকুর মেজরের সঙ্গে খেলতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন ৭৮ বছরের বাইডেন। তাঁর পা মুচকে গিয়েছিল। বাইডেন পরিবারের দুটি জার্মান শেপার্ড কুকুর আছে। তাদের নাম মেজর আর চ্যাম্প। রবিবার তাঁর চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রাথমিক এক্স রে-তে তেমন কোনও হাড় ভাঙার পরিষ্কার ছবি আসেনি। পরে সিটি স্ক্যান করে দেখা গিয়েছে, বাইডেনের পায়ের মাঝের হাড়ে সূক্ষ্ম চিড় রয়েছে।

বিষয়টি শোনার পরেই তাঁকে সমবেদনা জানান নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরেও জো বিডেনের কাছে হার স্বীকার করতে না চাওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। টুইট করে, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠার প্রার্থনা করেন তিনি।

কারবি আংলঙে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, হত তিন, আহত ১৪, মহিলা সহ সংকটজনক দুই

ডিফু (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : কারবি আংলং জেলার মাঞ্জায় ভয়ঙ্কর এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। একই দর্ঘটনায় ১৪ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক মহিলা সহ দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। নিহতদের দুই ব্যক্তিকে বাকসা জেলার অন্তর্গত মাধপুরের জাভেদ আলি ও বরপেটার ধর্মেন্দ্র সিং এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে বাসের সহ-চালক মৈরাবাড়ির দিলদার হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ সোমবার সকাল প্রায় ৮:৩০ মিনিটে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কারবি পাহাড়ের মাঞ্জা এলাকার ৩৬ নম্বর জাতীয় সড়কে।

মাঞ্জা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিমাপুর থেকে হোজাই অভিমুখে যাওয়ার পথে একটি আল্ট্রা বাস এবং একটি তেল পরিবাহী ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি বাসের ১৪ জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন। গুরুতর আহতদের ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, ডিমাপুর থেকে হোজাই অভিমুখী এএস ২১ সি ৪৯৯৫ নম্বরের আল্ট্রা বাসটি একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আগত এএস ১৪ সি ৬৭১৩ নম্বরের তেলের ট্যাঙ্কারের সঙ্গে মুখোমুখি ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ ঘটে। ওই সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে তিন জনের। দুর্ঘটনায় নিহত দুজন ৩৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুপ শর্মা কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। এদিকে আহতদের মধ্যে মৈরাবাড়ির জনৈক আয়েশা বেগম ও পরিচয়হীন একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্জা পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অপরদিকে নিহতদের ময়না তদন্ত করতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে গেছে পুলিশ।

পুলিশের কতিপয় ও উগ্রপন্থীর যোগসাজসে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড, চাঞ্চল্যকর বয়ান ধৃত দুই কনস্টেবলের

হাফলং (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে অসম পুলিশের ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের দুই দেহরক্ষী বিপুল লস্কর এবং শঙ্কর বনিয়াকে তদন্তকারী সিআইডির দল শুক্রবার গ্রেফতার করার পর এবার ওই ঘটনার নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। সিআইডি-র তদন্তকারী দলের শীর্ষ আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্তোষ হোজাইকে হারাঙ্গাজাও থেকে গত ২৪ এপ্রিল অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল বিপুল ও শঙ্করের সঙ্গে ছিল ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএল)-এর প্রধান সেনাধ্যক্ষ এলভিন হোজাই।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এ ধরনের ঘটনা পুলিশ এবং উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে কতটুকু মধুর সম্পর্ক থাকলে সংগঠিত হতে পার। একজন নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে হত্যা করে অসম্ভবকে সম্ভব করার জ্বলন্ত উদাহরণ ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই। অভিযোগ ছিল, নম্বরবিহীন যে সাদা বলেরো গাড়িতে করে সন্তোষকে অপহরণ করা হয়েছিল সেই গাড়িটি ছিল অসম পুলিশের তদানীন্তন ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের। কারণ অপহরণের পর সন্তোষের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাইর অভিযোগ ছিল, তাঁর স্বামী সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের পিছনে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানে জড়িত ছিলেন। তবে সন্তোষের হত্যায় জড়িত পুলিশের দুই কনস্টেবলকে গ্রেফতার করায় সিআইডির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই।

জয়ন্তা বলেন, তাঁর স্বামীর হত্যাকাণ্ডে দুই কনস্টেবল গ্রেফতার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও কিছু লোক। তাই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন জয়ন্তা হোজাই।

এদিকে অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল বিপুল লস্কর ও শঙ্কর বনিয়ার চার দিনের রিমান্ড মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে। বুধবার হয়ত দুই অভিযুক্তকে আবার আদালতে হাজির করা হবে। তার পরই সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আরও অনেক তথ্য সামনে উঠে আসতে পারে। কারণ সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার অসম পুলিশের দুই কনস্টেবল শুধু সমগ্র এই ঘটনার একটি মহড়া মাত্র বলে মনে করছেন অনেকে। তাঁদের বক্তব্য, সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের পিছনে হাইপ্রোফাইল ব্যক্তি জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সিআইডির জেরায় বিপুল ও শঙ্কর কী স্বীকারোক্তি দেয় তা হবে লক্ষণীয়।

উল্লেখ্য, কোভিড অতিমারির জন্য প্রথম দফার লকডাউন চলাকালীন গত ২৪ এপ্রিল ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে তাঁর হারাঙ্গাজাওয়ের বাড়ি থেকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। সন্তোষকে খুন করে অর্ধদগ্ধ করে লাংটিং ও মুপার মধ্যবর্তী লাইলিং ফরেস্ট রিজার্ভে মাটির নীচে পুতে রাখা হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ লাইলিংয়ের জঙ্গল থেকে পুলিশ মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিল।

দিল্লির কৃষক বিক্ষোভ : ২ ডিসেম্বর করিমগঞ্জে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বামেদের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : দিল্লির কৃষক বিক্ষোভকে কেন্দ্রীয় সরকার বানচাল করছে বলে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলের সংগঠিত করল বাম শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভা। দিল্লিতে চলমান কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে জেলা ব্যাপী মিছিল, মিটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভা।

জেলা সদর করিমগঞ্জে আগামী ২ ডিসেম্বর বুধবার বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক বিরোধী নীতি ও আন্দোলন বানচালের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হবে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ খবর জানিয়েছেন সিআইটিইউ-এর নেতা পরিতোষ দাশগুপ্ত। কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত সাম্প্রতিক কৃষক স্বার্থ বিরোধী তিনটি আইন বাতিলের দাবিতে সারা দেশে কৃষকরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। কৃষক আন্দলোনে উত্তাল হয়ে উঠেছে সমগ্র দেশ।

বাম শ্রমিক নেতা পরিতোষ দাশগুপ্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছেন, ২৭ নভেম্বর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকরা আন্দোলনে শামিল হতে রাজধানী দিল্লির উদ্দেশ্যে পথে নেমেছেন। কিন্তু কেন্দ্রের স্বৈরাচারী সরকার প্রথম থেকেই কৃষকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্বতিতে আন্দলোনরত কৃষকদের সঙ্গে বর্বরোচিত ব্যবহার করে চলছে কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষকদের দিল্লি প্রবেশের অনুমতি দেয়নি কেন্দ্র। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে লাঠি, জলকামান, টিয়ার গ্যাস। ইতিমধ্যে শহিদও হয়েছেন একজন কৃষক। সব রকম সরকারি জবরদস্তি, পুলিশি লাঠিচার্জ, জলকামান, টিয়ার গ্যাস, অবরোধ, পুলিশি ব্যারিকেড, রাস্তাকাটা উপেক্ষা করে দিল্লিতে প্রবেশ করেছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক। দিল্লির রাস্তায় ছাব্বিশ হাজার ট্র্যাক্টর নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন কৃষকরা। দিল্লি প্রবেশের সবকটি রাস্তায় কৃষকদের বিশাল সংখ্যক উপস্থিতি কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার একপ্রকার বাধ্য হয়ে কৃষকদের শর্তাধীন আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনরত কৃষকরা শর্তসাপেক্ষে আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন।

প্রেস বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন, ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ কৃষক দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। সারা দেশের কৃষকরা নেমেছেন সংহতি আন্দোলনে। কৃষকদের সাফ কথা, সরকার তিনটি কৃষক বিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহার না করলে দিল্লি ছাড়বেন না তাঁরা। কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠন। দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল কৃষকদের উপর দমনপীড়ন বন্ধ করে, তাঁদের কথা শোনার আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তবু বৃহৎ কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষায় অনড় কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনমনীয় এবং হিংসাত্মক মনোভাব সামগ্রিক ভাবে দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অন্নদাতাদের অন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করতে এবং কৃষক আন্দোলনের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদ জানাতে সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভা জেলার সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন শ্রমিক নেতা পরিতোষ দাশগুপ্ত।

দুইদিনের মধ্যপ্রদেশ সফরে আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক

ভোপাল, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভাগবত এবং সর-কার্যবাহ সুরেশ ভাইয়াজি যোশী দুই দিনের সফরে মধ্যপ্রদেশ এসেছেন। ট্রেনে করে সোমবার সকালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এসে পৌছন ডা: মোহন ভাগবত। এদিন সরসঙ্ঘচালক মধ্যপ্রদেশের সংঘের বিভিন্ন পদাধিকারীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এরপরে দেবসে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলে যান। ওই একই বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে মধ্যপ্রদেশে এসেছেন সুরেশ ভাইয়াজি যোশী। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক বিমল গুপ্তের ভাই অজয়ের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে দেবসে। সেই বিয়েতে অংশগ্রহণ করতে সরসঙ্ঘচালক এবং সর-কার্যবাহ এখানে এসেছেন। এর মাঝেই দুইজন মালবা অঞ্চলের প্রচারকদের

ছয়ের পাতায়

আফগান সেনার পাল্টা হামলায় খতম কুখ্যাত তালিবান জঙ্গি হামজা ওয়াজিরিস্থানি সহ ৭ জঙ্গি

কাবুল, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : পাল্টা হামলায় খতম আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশের বিস্ফোরণের ঘটনার মূলচক্রী কুখ্যাত তালিবান জঙ্গি হামজা ওয়াজিরিস্থানি। রবিবার সকালের জোড়া বিস্ফোরণের ১২ ঘণ্টার মধ্যে পালটা হামলা চালিয়ে হামজা ওয়াজিরিস্থানির সঙ্গে আরও ৬ জন জঙ্গিকে খতম করল আফগানিস্তানের সেনাবাহিনী।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে আফগানিস্তানের গজনি প্রদেশের পিডি ৩ এলাকায় থাকা জন নিরাপত্তা কেন্দ্রের কাছে একটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে ৩১ জন নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হয়। জখম হন আরও ২৪ জন। কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার না করলেও

ছয়ের পাতায়

অসম : শীঘ্রই দেওয়া হবে উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রীদের স্কুটি, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : অপেক্ষার অবসান। খুব শীঘ্রই উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রীরা সরকারি স্কুটি চড়ে যেতে পারবেন কলেজে। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ সোমবার জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড় শর্মা উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীদের হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি স্কুটি নিয়ে কলেজে যেতে পারবেন কৃতী ছাত্রীরা। বাজেটে ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যের প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ সকল ছাত্রীকে দেওয়া হবে স্কুটি।

তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাসের কোনও একদিন ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে কৃতী ছাত্রীদের স্কুটি বিতরণ করা হবে। সঙ্গে মন্ত্রী জানান, ২০১৮-১৯-এর বাজেটে রাজ্যের পাঁচ হাজার কৃতী ছাত্রীকে সরকার স্কুটি দেবে বলে ঘোষণা করার মতোই তাঁরা লাভ করবেন স্কুটি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির যে কোনও দিন এই সকল পাঁচ হাজার কৃতী ছাত্রীদের হাতে স্কুটি তুলে দেওয়া হবে। তিনি জানান, প্রথমাবস্থায় ২০২০-২১ বর্ষের ২২,০০০ ছাত্রী এই স্কুটি পাবেন। পরবর্তী দফায় ২০১৯-২০ বর্ষের ১০,০০০ ছাত্রীকেও বাজেট অনুযায়ী স্কুটি প্রদান করা হবে। এর জন্য ২৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল বলে শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান।

মাস্ক ও সাবান বিতরণ করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী তথা ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির (ই আর সি এস) সভাপতি ডাঃ হর্ষবর্ধন পুরনো দিল্লির রেলস্টেশনে যাত্রী, রেল কর্মচারী, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, কুলিদের মধ্যে মাস্ক(মুখাবরণ) ও সাবান বিতরণ করেন।

করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে মাস্ক পরাটা যে একান্ত জরুরি তার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, ''করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সব থেকে বড় অস্ত্র হচ্ছে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার (হাতশুদ্ধি)। শীঘ্রই করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১১ মাস পূর্ণ হতে চলেছে। নিজেকে এবং অন্যকে সুরক্ষিত রাখতে স্বচ্ছতা ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। মাস্ক এবং সাবান বিতরণের মাধ্যমে একটি বড় বার্তা বৃহত্তর সমাজকে দেওয়া হচ্ছে। করোনা বিধি মেনে চলার জন্য সরকার বিভিন্ন

ছয়ের পাতায়

বিটিসি নির্বাচন : বিজেপির ব্যাপক প্রচারাভিযান

ওদালগুড়ি (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী সাত ও দশ ডিসেম্বর দুই দফায় বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর নির্বাচন। এবার ক্ষমতাসীন বিপিএফ-কে অপসারিত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুরু করেছে ব্যাপক প্রচারাভিযান। বিটিসি দখলের জন্য রাজ্যের শাসকদল বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে জোরকদমে চলছে বিজেপির প্রচারাভিযান।নেডা-র আহ্বায়ক তথা রাজ্যের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস ছাড়া দলের অন্য মন্ত্রী বিধায়করা বিটিসিতে ম্যারাথন প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। এর সাথে জনগোষ্ঠীয় ভোট আদায় করার জন্য বিজেপি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে।বিটিসি-র শেরফাং পরিষদীয় কেন্দ্র অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ তথা বিজেপি নেতা অশোক ভট্টরায় ওরাং জেলার হাবিগাঁওয়ে গোর্খা সম্প্রদায়ের ঘরে-ঘরে গিয়ে বিজেপির পক্ষে ব্যতিক্রমী নির্বাচন প্রচার চালিয়েছেন। অশোক ভট্টরায়ের অভিযোগ, বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি বিগত ১৫ বছরের শাসনকালে এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নাগরিকদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এর মধ্যে বিটিসিতে গোর্খারা সবচেয়ে অবহেলিত ।ভট্টরায় বলেন, বিজেপির আমলে প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে সম মর্যাদা দেওয়া হবে। তিনি গোর্খাদের উন্নয়নের জন্য সর্বতোভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে বলেন, এবার বিটিসিতে বিজেপি দখল করবে, তা নিশ্চিত।

উদ্ধব অশুভ মুখ্যমন্ত্রী, তীব্র কটাক্ষ নারায়ণ রানের

মুম্বই, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মহারাষ্ট্রের জন্য অশুভ প্রমাণিত হয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে। সোমবার এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ নারায়ণ রানে। প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ধব সরকার ব্যর্থ হয়েছে। উদ্ধবের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত বেড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত গোটা মহারাষ্ট্র জুড়ে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। আগে প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নম্বরে থাকা মহারাষ্ট্র এখন করোনাতে এক নম্বরে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সোমবারর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারায়ণ রানে জানিয়েছেন, সংকটের এই কালে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাড়ির মধ্যে বসে রয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাড়িতে বসে থাকার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। করোনার এই সংকটের মধ্যে নিজের আত্মীয় স্বজনদের ফায়দা করিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রতিটা ক্ষেত্রে বিফল হয়েছেন। ঋণ মকুব না হওয়ার কারণে রাজ্যে কৃষকের আত্মহত্যা বেড়ে গিয়েছে। মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ শুধু নেতাদের সুরক্ষিত রেখে চলেছে। রাজ্যে মহিলারা অসুরক্ষিত বোধ করছে ।উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছিলেন। অন্যদিকে শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত দাবি করেছিলেন যে বিরোধীরা মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

হরেকরকম

অতিসক্রিয় মূত্রথলি নিয়ন্ত্রণের খাবার

কিছু খাবার এই সমস্যা সামাল দিতে উপকারী, আবার কিছু খাবার বাঁধাতে পারে বিপদ।মূত্রথলি অতিসক্রিয় হলে ঘন ঘন মুত্রত্যাগের বেগ আসে এবং তা দমিয়ে রাখাও কষ্টকর হয়ে যায়। যা অনেকসময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে। মূত্রথলির পেশি হঠাৎ করেই সংকুচিত হয়ে গেলে অতিসক্রিয় মূত্রথলির সমস্যাটা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মূত্রথলিতে মুত্রের পরিমাণ কম হলেও বেগ দেখা দেয় প্রচণ্ড। বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা ছাড়াও রাতে ঘুমের ব্যঘাত ঘটতে পারে।কিছু খাবার এই সমস্যা সামাল দিতে উপকারী, আবার কিছু খাবার বাধাতে পারে বিপত্তি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল এই সমস্যার ক্ষেত্রে ভালো ও মন্দ দুই ধরনের চারটি করে খাবার সম্পর্কে।

উপকারী খাবার

কলা: পটাশিয়াম আর ভোজ্য আঁশে ভরপুর একটি ফল। যা মূত্রনালীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। প্রতিদিন কলা খেলে তা ‘বাওয়েল মুভমেন্ট’য়ের জন্য সহায়ক। সরাসরি খেতে পারবেন, আবার বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।বাদাম: অতিসক্রিয় মূত্রথলি সামলাতে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম আর চিনাবাদাম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হওয়া জরুরি। এগুলোতে প্রচুর প্রোটিন থাকে, ‘স্ন্যাকস’ হিসেবেও আদর্শ এগুলো। পাশাপাশি ভোজ্য আঁশ ও অন্যান্য পুষ্টিগুণও প্রচুর থাকে এই বাদামগুলোতে।শসা: এতে আছে ‘অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট’, ভোজ্য আঁশ এবং ভিটামিন কে, যা অতিসক্রিয় মূত্রথলি সামলাতে আদর্শ। যত খুশি তত শসা খেতে পারেন নিশ্চিন্তে।ডাল: প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ থাকে ডালে, যা সবার খাদ্যাভ্যাসে প্রতিদিন থাকা উচিত। এছাড়াও এতে আছে ‘পলিফেনল’ যা সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

অপকারী খাবার

ঝাল ও মসলাদার খাবার: মূত্রথলির সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে এই ধরনের খাবারগুলো। মূত্রথলির ‘লাইনিং’য়ের ক্ষতি করে ঝাল ও মসলাদার খাবার। তাই এমন সমস্যা থাকলে ঝাল ও মসলাদার খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।

কফি: ‘ডাইউরেটিক’ বা মূত্রবর্ধক এই পানীয় মূত্রথলিতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। তাই শুধু কফি নয়, মূত্রথলির সমস্যা থাকলে সব ধরনের ‘ক্যাফেইন’যুক্ত পানীয় পরিহার করা উচিত। ‘ক্যাফেইন’ বেশি গ্রহণ করলে মূত্র তৈরির মাত্রা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে মূত্রথলিকে আরও বেশি সংবেদনশীল করে।লেবুজাতীয় ফল: মূত্রথলির সমস্যা থাকলে কমলা, টমেটো, লেবু, বাতাবি লেবু ইত্যাদি খাদ্যাভ্যাসে বেশি থাকা উচিত নয়। এই ফলগুলো অম্লীয় এবং তা মূত্রনালীতে অস্বস্তি তৈরি করে। তাই এগুলো যথাসম্ভব কম খাওয়াই ভালো হবে।

কৃত্রিম চিনি: অতিসক্রিয় মূত্রথলির সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে কৃত্রিম চিনি। সব ধরনের কৃত্রিম চিনিই এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো খাবার কেনার আগে উপকরণের তালিকা পড়ে নিতে হবে। এমনকি মধুতেও কারও কারও সমস্যা হতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঘরে থাকলেও চুল ও ত্বকের ওপর প্রভাব পড়তে পারে

লকডাউনে ঘরে থাকা মানেই যে ত্বক ও চুলে বাড়তি কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন নেই তা কিন্তু নয়।ঘরে থাকলেও ত্বক ও চুল সুস্থ রাখতে সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের আহমেদাবাদের ত্বক বিশেষক ডা. মিতা দেশাই বলেন, “ত্বকে সূর্যালোক কম লাগা মানে হল ভিটামিন ডি’র ঘাটতি। ভিটামিন ডি’র অভাবে ত্বকে ব্রণ, একনি, নখ ফাটা, চুল পড়া, অপরিস্কার ত্বক, জ্বলুনি, ঘুম ও মানসিক শান্তির অভাব ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন ডি’র অভাবে ত্বকের সমস্যা যেমন সিরোসিস আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে।”শরীর সুস্থ রাখতে সূর্যের আলো থেকে সরাসরি পাওয়া ভিটামিন ডি কার্যকর।ডা. দেশাই বলেন, “ঘরে থেকে পাওয়া সূর্যের আলো পর্যাপ্ত নয় কারণ গরম থেকে বাচঁতে ঘরে শীতাতপের ব্যবস্থা করা হয়, তাই ভিটামিন ডি পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য জানালা বা বারান্দার পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন।” ভিটামিন ডি’য়ের চাহিদা মিটাতে খাবারে মাশরুম, চর্বি যুক্ত মাছ- যেমন টুনা, ডিমের কুসুম, পনির, ফলের রস, দুধের তৈরি খাবার, সয়া দুধ ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে।

লকডাউনে থাকা অবস্থাতেও ঘরে বসে ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় বাইরের চেয়েও ঘরের বাতাস বেশি দূষিত থাকে বলে মনে করেন ডা. দেশাই। তাই এই সময়ে রূপচর্চা করার পরামর্শ দেন তিনি।তার মতে, ‘‘যারা এইসময় কোনো রকম মেইকআপ ব্যবহার করছেন না তারাই সবচেয়ে ভালো কাজ করছেন। তাই বলে ত্বকের যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেওয়া যাবেনা।”“নিয়মিত ত্বক পরিষ্কার করা ও আর্দ রাখার কথা মনে রাখতে হবে। ত্বকের সমস্যা দূর করতে রেটিনল, হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং নাইট ক্রিম ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে খাওয়ার ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করুন এতে ত্বক ও চুল ভালো থাকবে।”ফ্যাশন ও বিউটি ব্লগার ধ্বনি বাজাজ গরমে লকডাউন থাকা অবস্থায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার কিছু উপায় সম্পর্কে জানান।

- মধু ত্বক টানটান করে ও আর্দ রাখে।
- চিনি ত্বক এক্সফলিয়েট করে।
- লেবু ত্বকের বিষাক্ত উপাদান দূর করে

লক ডাউনে চুলের যত্ন

ঘরে থাকলেও ঘাম ও মৃত কোষ সৃষ্টি হয়। তাই চুল পরিষ্কার রাখতে সপ্তাহে দুএকবার শ্যাম্পু করা উচিত। প্রতিদিন বা ঘন ঘন শ্যাম্পু করতে চাইলে মৃদু শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হবে না।চুল ও মাথার ত্বক আর্দ রাখার চেষ্টা করতে হবে। চুল কন্ডিশন করা বাদ দেওয়া যাবেনা। চুলের যত্নে প্যাক ও তেল মালিশ উপকারী। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- জলপাইয়ের তেল, অ্যালো ভেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন। কোন রকম প্রসাধনী ও যন্ত্রপাতি ছাড়া প্রাকৃতিকভাবেই চুল শুকানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে আগা ফাটা ও ক্ষতি হওয়ার সমস্যা কমে যায়। চুল খোলা না রেখে বরং হালকা করে বেঁধে ঘুমান। লকডাউনের সময় সুস্থ থাকতে ডাক্তার দেশাইয়ের দেওয়া আরও কয়েকটি পরামর্শ হল: - যোগ ব্যায়াম, ধ্যান না গান শুনে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

- ভাজা পোড়া খাদ্যাভ্যাস বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অ্যাল্কোহল থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সারাদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং আর্দ থাকুন।
- কর্মব্যস্ত থাকুন। প্রয়োজনে নানা ধরনের ভিডিও থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন।
- যতটা সম্ভব মুখ কম স্পর্শ করুন। এতে কেবল করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ব্রণ থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার।বিপাকক্রিয়া বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাইরাস মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল।ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার: ভাইরাসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ভিটামিন ডি’র উপকারিতা প্রমাণিত। যা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেতে সহায়তা করে।ভিটামিন ডি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সূর্যালোক।

লকডাউনের কারণে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া সম্ভব না তাই খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।মাছ, ডিম ও মাশরুম বিপাক বাড়ানোর পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।এগুলোর পাশাপাশি, পর্যাপ্ত ঘুম, ধূমপান ও নেশার অভ্যাস বাদ দেওয়া, মানসিক চাপ কমানো ও পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি বলে পরামর্শ দেন, ভারতের ইন্টারন্যাশনাল ফার্টিলিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও স্ত্রীরোগ-ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডা. রিতা বকশি।প্রদাহনাশক খাবার: শরীররেে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রদাহনাশক খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

হলুদ, টমেটো, জলপাইয়ের তেল, আদা, মাছের তেল, আখরোট, বেরি ইত্যাদি ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ খাবার রোগ প্রতরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।আঁশ সমৃদ্ধ খাবার: আঁশ সমৃদ্ধ খাবার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সরবারহ করে।

এটা খনিজ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ যা শরীরের পর্যাপ্ত সম্পূরক যোগায়।আঁশ-জাতীয় খাবার শরীরে দুর্বলতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে এমন সংক্রমণ ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে।বর্তমান সময়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি। নতুন ভাইরাস বা ফ্লু’র থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার যেমন- দই, পালংশাক, কাঠবাদাম, গ্রিন টি, সূর্যমুখীর বীজ, টক ফল ইত্যাদি খাবার প্রতিদিনকার খাবার তালিকায় যোগ করার পরামর্শ দেন ডা. বকশি।

বিশেষ ধরনের মাইগ্রেইন’য়ের

‘অকিউলার মাইগ্রেইন’য়ের লক্ষণ হতে পারে আলোর ঝলক এবং অন্ধকার ছোপ দেখা।যার ‘মাইগ্রেইন’ আছে সেই জানে এর যন্ত্রণা কতটা তীব্র। সাধারণত ‘মাইগ্রেইন’য়ের সমস্যার কারণে হওয়া ব্যথা হয় মাথার একপাশে। দপদপানি এই ব্যথা দিনের সব কাজ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।তবে সব ‘মাইগ্রেইন’য়ের সঙ্গে মাথাব্যথা দেখা দেয় না। অনেকসময় ব্যথা না থাকলেও উপসর্গ দেখা দেয় দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে।‘অকিউলার মাইগ্রেইন’ বেশ দুর্লভ শারীরিক সমস্যা। এর কারণে রোগী চোখে আলোর ঝলকানি দেখে, সরলরেখাকে বাঁকা মনে হয়, চোখের সামনে রঙিন ছোপ দেখে। অনেকের কিছু সময়ের জন্য এক চোখ সাময়িক কিংবা পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারায়। পড়তে, লিখতে এবং অন্যান্য কাজে সমস্যা হয়। ‘রেটিনাল মাইগ্রেইন’ ভেবে অনেকেই ভুল বোঝেন এই ‘অকিউলার মাইগ্রেইন’কে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।‘মাইগ্রেইন’য়ের সমস্যার আক্রান্ত মানুষ মাথাব্যথা শুরু হওয়ার ২০ থেকে ৩০ মিনিট আগেই পূর্বাভাস পেতে শুরু করেন। হাত কিংবা চেহারা অবশ বোধ করা, মাথা ঘোরানো, স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ বোধ বিশৃঙ্খল মনে হওয়া, চোখের সামনে অন্ধকার ছোপ দেখা, আঁকাবাঁকা রেখা দেখা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় এসময়।১০ থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এই সমস্যাগুলো এবং চোখের দৃষ্টি সীমানার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে থাকে সমস্যাগুলো। একেই বলা হয় ‘অপথালমিক মাইগ্রেইনস’।‘অকিউলার মাইগ্রেইন’ মস্তিষ্কের পেছন থেকে সৃষ্টি হয় শক্তি তরঙ্গ এবং তা ধীরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। তীব্র এই শক্তি তরঙ্গ যখন সামনে আসতে থাকে তখন তার শক্তির মাত্রা অনেক বেশি থাকে, যে কারণে চোখের সামনে রঙিন ছোপ দেখা যায়। আবার একই কারণে কিছু সময় পর শক্তির অভাব দেখা দেয়, ফলে অন্ধকার ছোপ দেখা যায়।

কারণ

বংশগতভাবে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রার সঙ্গে ‘মাইগ্রেইন’য়ের সম্পর্ক রয়েছে। এই হরমোন মস্তিষ্কে রাসায়নিক উপাদানের মাত্রা এবং ব্যথার তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই হরমোনের তারতম্যের কারণেও এধরণের ‘মাইগ্রেইন’ দেখা দিতে পারে।‘রেটিনা’ বা অক্ষিপটের পেছনে থাকা রক্তনালীতে ‘স্প্যাজম’ বা খিঁচুনি হলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি’য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

এ সময়ে চুলের যত্নে

করোনার সংক্রামণকালে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সময় কাটছে নিজ ঘরেই। সাধারণ সময়ে সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্রে চুলের যত্ন নেওয়া হতো। নিয়মিত চুল কাটা কিংবা পরিচর্যার সেই সুযোগ এখন বন্ধ। কিছুটা দুশ্চিন্তায় বাড়ছে কি চুলপড়ায়ও? বাড়িতেই শুরু হয়ে যাক চুল সুন্দর রাখার চর্চা। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদানগুলোই যথেষ্ট। একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া উপাদানগুলোও হতে পারে চুলের যত্নের জন্য উপকারী উপকরণ।

এই সময়ে চুলের যত্নের উপকরণ হওয়া চাই সহজলভ্য, যা সহজেই ঘরে পাওয়া যাবে। যেহেতু এখন গরম ও বৃষ্টি দুইই দেখা যাচ্ছে তাই উপকরণগুলো বেছে নিতে হবে চুলের ধরন বুঝে। তৈলাক্ত, শুষ্ক ও স্বাভাবিকতিন ধরনের চুলের জন্যই উপাদান ব্যবহারের আগে সঠিক পরিমাণ ও নিয়ম জেনে নেওয়া জরুরি। আবার এই সময়ে অনেক খাবারের খোসা বা অবশিষ্ট অংশ ফেলে না দিয়ে চুলের যত্নে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এমনটাই জানালেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী।

তৈলাক্ত চুলের যত্ন

ভিটামিন সি চুলের ও আমাদের শরীর দুইয়ের জন্যও বিশেষ দরকারি। লেবুর শরবত তৈরি করার পর তার খোসা ফেলে না দিয়ে সহজেই চুলের যত্নে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি লেবুর খোসা ও ৩ কোয়া রসুন ভালোমতো পেস্ট করে নিন। এবার এই পেস্টটি শুধু মাথার ত্বকে লাগিয়ে ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। রসুনের মধ্যে থাকা সালফার ও লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড মাথার কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে এই সময়ে। পরে চুল শ্যাম্পু করুন। এই প্যাকটি চুল পড়া রোধে খুব ভালো কাজ করে।

শুষ্ক চুলের যত্ন

একটি পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অর্ধেক পাকা কলা ও এক টেবিল চামচ মধু ভালোমতো ব্লেন্ড করে নিন। এরপর প্যাকটি মাথার ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন। শুষ্ক চুলে মসৃণতা আনে এই প্যাকটি।

স্বাভাবিক চুলের জন্য

একটি পেঁয়াজের রস প্রথমে পরিষ্কার মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট পর এটি শুকিয়ে গেলে ঘরে থাকা নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল গরম করে মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করুন। চুল খুব দ্রুত লম্বা হবে।

শ্যাম্পুর বিকল্প ও রং করা চুলের জন্য মসুর ডাল বেশ ভালো কাজ করে। দুই টেবিল চামচ শর্ষেবাটা ও দুই টেবিল চামচ মসুর ডাল সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পাতলা পেস্ট করে নিন। এবার পরিষ্কার মাথার চুলের গোড়ায় এই পেস্টটি ব্যবহার করুন। এ সময়ে বাসায় থেকে চুলে রং করার ফলে চুলের গোড়ায় থাকা গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ প্যাকটি মাথার ত্বক পরিষ্কার করে গ্রন্থির মুখ খুলে দেয়।

চুল ফাটা দূর করতে

চুল ফাটা দূর করতে আদারস মাথার ত্বকে ব্যবহারের পর শুকিয়ে গেলে হালকা গরম নারকেল বা জলপাইয়ের তেল মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। তবে ফাটা অংশ কাটতে চাইলে সহজ নিয়ম হলো ভেজা চুলের মাঝবরাবর সিঁথি করে দুই পাশে সমান করে নিচ থেকে কেটে ফেলা। এ ছাড়া মাথা নিচু করে ভেজা চুল পেছন থেকে সামনে এনে সমান করে আঁচড়ে নিয়ে কেটে নিতে পারেন। এতে চুলে ভলিউম লেয়ার আসবে।

কন্ডিশনারের বিকল্প চা—পাতা

বাড়িতে চা খাওয়ার পর চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে কন্ডিশনারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এই চা—পাতা পানিতে ভিজিয়ে শ্যাম্পুর পর চুলে দিয়ে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কিন্তু এর জন্য চা তৈরির সময়ে কোনো রকম চিনি ব্যবহার করা যাবে না। তাতে চুলে আঠালো ভাব চলে আসবে।

সোমবার আগরতলায় গুরুনানকরে জন্মজয়ন্তি পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

আজ থেকে অসমের গরিবরা পাবেন অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা, জানালেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার (১ ডিসেম্বর) থেকে অসমে অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা ঢুকবে সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। আজ সোমবার সকালে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে বেশ কিছু শর্তাবলি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শর্তগুলি যথাক্রমে সুবিধাভোগীকে হতে হবে গরিব এবং অবশ্যই মহিলা। তাঁর পরিবারে কেউ বিশেষ সক্ষম তথা দিব্যাঙ্গ অথবা বিধবা, অবিবাহিত বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এমন মহিলাও এই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত হবেন। তবে এ সব থাকলেও পরিবারের কোনও ব্যক্তি যদি সরকারের অধীনে কাজ করেন কিংবা সরকারি চাকরিজীবী হন তা-হলে অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। এছাড়া যদি কারোর ১৫ বিঘার কম জমি থাকে এবং বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকার কম হয়, তা-হলেও সংশ্লিষ্টরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তৃতীয়ত, চার চাকার গাড়ি, ফ্রিজ এবং টর্যাক্টর আছে এমন কেউ পাবেন না এই প্রকল্পের সুবিধা।

তিনি বলেন, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন পরিবারের মহিলা সদস্য, পুরুষ নয়। দু লক্ষের কম ভোটার রয়েছেন এমন বিধানসভা এলাকার ১৫ হাজার পরিবার লাভ করবেন অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা। ২ দুই লক্ষের বেশি ভোটার সংবলিত বিধানসভা এলাকায় ১৭ হাজার পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। তিনি জানান, এর জন্য ২,৮০০ হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। মোট কথা, রাজ্যের ১৭ লক্ষ পরিবার পাবে অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা, জানান অর্থমন্ত্রী ড় শর্মা।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, আগামীকাল আমিনগাঁওয়ের প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল অরুণোদয় প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করবেন। বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি) ছাড়া রাজ্যের মোট ২৯টি জেলায় একইদিন অরুণোদয় প্রকল্পের শুরু হবে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, ২৯টি জেলার সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি তাঁদের প্রাপ্য ৮৩০ টাকা জমা হবে। এ-ক্ষেত্রে কোনও মধ্যস্বত্বভোগী থাকবে না।

সুবিধাভোগীরা এই টাকা দিয়ে কী করবেন তারও পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী। বলেন, ৮৩০ টাকার মধ্যে ৪০০ টাকার ওষুধ, ২০০ টাকা দিয়ে চার কিলোগ্রাম ডাল, ৮০ টাকার চিনি, ১৫০ টাকার ফলমূল কিনতে পারেন পরিবারের মহিলারা। জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় এখন পর্যন্ত ১৮.২০ লক্ষ সুবিধাভোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বলেন, ১৮.২০ লক্ষ সুবিধাভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১ টাকা করে জমা করায় ১৭.০৬ লক্ষ জনের অ্যাকাউন্ট কার্যক্ষম হয়েছে। বাকি অ্যাকাউন্টগুলোকে কার্যক্ষম করার চেষ্টা করা হবে। ইতিমধ্যে ১৮ লক্ষ জনকে অরুণোদয় প্রকল্পের উপযুক্ত সুবিধাভোগী বলে ম্যাসেজও পাঠানো হয়েছে, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

তিনি জানান, আগামীকাল নভোম্বর মাসের টাকা পাবেন সুবিধাভোগীরা। এছাড়া ডিসেম্বরে তাঁদের দুবার করে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া হবে। সুবিধাভোগীরা ২৬ ডিসেম্বর পাবেন ডিসেম্বর মাসের টাকা। বলেন, ব্যাংক একদিনেই সব সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না-ও করতে পারে। তবে পাঁচদিনের মধ্যে সকলে তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা পেয়ে যাবেন। প্রতিদিন ৩ লক্ষ সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করবেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, গত ১ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

লোকসভার নতুন মহাসচিব হলেন উৎপল কুমার সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): লোকসভার সচিবালয়ের মহাসচিব (সেক্রেটারি জেনারেল) হলেন উৎপল কুমার সিং। সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা তার নাম ঘোষণা করেন। স্নেহলতা শ্রীবাস্তবের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। পয়লা ডিসেম্বর থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেবেন উৎপল কুমার সিং। ক্যাবিনেট সচিবের সমান পদমর্যাদা পাবেন তিনি।

উত্তরাখণ্ডের ১৯৮৬ সালের ব্যাচের এই বরিষ্ঠ আইএএস আধিকারিক দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে একাধিক প্রশাসনিক গুরুদায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ যেমন বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, মানবসম্পদের মতো একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। হরিদ্বারের অর্ধ কুম্ভের আয়োজন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব পদে আড়াই বছরের বেশি সময় সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থায় প্রভূত অবদান রেখেছেন। উত্তরাখণ্ড সরকারের মুখ্য সচিব হওয়ার আগে তিনি রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতরের সচিব ছিলেন। এমনকি লোকসভার সচিবালয়ের সচিব পদে কাজ করেছেন।

অসমে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫ ডিসেম্বর থেকে খুলে যাবে হস্টেল : শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ১ জানুয়ারি থেকে অসমে খুলে যাবে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এছাড়া ১৫ ডিসেম্বর থেকে সীমিত ভাবে হস্টেলগুলোও খুলে দেওয়া হবে। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা হস্টেলে আসতে পারবেন। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ সোমবার সকালে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি জানান, অসমে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েছে। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রথামিক শিক্ষক সম্মিলনীর সঙ্গে বিস্তর আলোচনা হয়েছে শিক্ষা দফতরের। ওই আলোচনার ভিত্তিতে আগামী ১ জানুয়ারি থেকে নার্সারি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলো খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কোনদিন কোন শ্রেণির পাঠদান হবে তা পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

একই সাংবাদিক সম্মেলনে কবে থেকে, কীভাবে হস্টেলগুলো খোলা হবে তারও তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এর বিধি মেনে আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে সীমিতভাবে কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেলগুলো খুলে দেওয়া হবে। মন্ত্রী বলেন, এছাড়া যদি কোনও আবাসিক স্কুল থাকে, তা-হলে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে আসার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে প্রবেশের আগে কোভিড টেস্ট করা হবে। এছাড়া কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ এবং প্রধানশিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট হস্টেলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সামাজিক মাধ্যমে বিক্ষোভরত কৃষকদের হয়ে প্রচারাভিযান কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকরা ক্রমাগত দিল্লির সীমান্তে বিক্ষোভ দেখিয়েছে চলেছে। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের হয়ে কংগ্রেস সহ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কেন্দ্রের নতুন কৃষি আইনগুলিকে কালা আইন বলে অভিহিত করে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে কংগ্রেস।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারাভিযান শুরু করে দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন মোদী সরকার কৃষকদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার করে চলেছে। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, মোদী সরকার কৃষকদের ওপর অত্যাচার করে চলেছে। প্রথমে কালা আইন এবং পরে লাঠি চার্জ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে কৃষকরা যখন আওয়াজ তোলে তখন তা গোটা দেশে প্রতিধ্বনিত হয়। নিজের টুইট বার্তার মাধ্যমে রাহুল গান্ধী দেশের সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের হয়ে আওয়াজ তুলুন। রাহুলের কথায়, 'কৃষক ভাই ও বোনদের উপরে হওয়া শোষণের বিরুদ্ধে আপনিও হ্যাশট্যাগ স্পিক আপ ফর ফার্মার ক্যাম্পেইন মাধ্যমে যুক্ত হন।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, এ দিন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও কৃষকদের হয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন।

বিক্ষোভরত অবস্থায় গুরু নানকের প্রতি প্রার্থনা জ্ঞাপন কৃষকদের, হল প্রসাদ বিতরণ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): বিশ্বজুড়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে গুরু নানক জয়ন্তী। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরু নানক জয়ন্তী পালন করেন। অবস্থান বিক্ষোভরত পরিস্থিতিতে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের প্রতি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন তারা। পরে প্রসাদও বিতরণ করা হয়।

সোমবার হরিয়ানা-দিল্লির টিকরি এবং সিন্ধু সীমান্তে বিক্ষোভরত অবস্থায় কৃষকরা প্রার্থনা করেন। উৎসবের দিনেও বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন (দাউবা) সভাপতি মনজিৎ সিংহ জানিয়েছেন, যদিও কৃষকরা পঞ্জাব থেকে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছে তবুও তারা প্রবল উৎসাহে সঙ্গে গুরু নানক জয়ন্তী পালন করেছে। দিনটি খুবই পবিত্র। প্রবল উৎসাহে সঙ্গে গুরু পরব উদযাপন করাটা পঞ্জাবের সংস্কার। এদিন রাত্রেও এই উদযাপন জারি থাকবে। কীর্তনের পাশাপাশি প্রদীপও জ্বালানো হবে। পঞ্জাব থেকে দিল্লি সীমান্তে নিয়ে আসা ট্রাক্টর এবং ট্রলির গায়ে মোমবাতি জ্বালানো হবে। গুরু নানকের আশীর্বাদের সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। তারা এই কালা আইনকে বিলুপ্তি করুক। ি

কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার আহ্বান অনিল ভিজের

চণ্ডীগড়, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): কৃষক বিক্ষোভের জেরে দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্ত কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অত্যাবশ্যক পণ্যের ট্রাকগুলো যানজটের কারণে রাস্তার উপর আটকে পড়েছে। পাশাপাশি দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ। তিনি জানিয়েছেন, ডেডলক শেষ করার সময় হয়ে এসেছে। কারণ ধরিত্রীর পুত্রদের ক্ষেতে কাজ করতেই ভাল মানায়। গোটা ঘটনাকে আত্মসম্মানের বিষয় করে তোলা উচিত নয় কৃষকদের।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যেই বিক্ষুব্ধ কৃষকদের হয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কৃষকদের হয়ে মন্তব্য করে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বয়ান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার দাবি করেছিলেন যে কৃষকদের এই আন্দোলনে হরিয়ানার কোন কৃষক নেই। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরে নিন্দায় সরব হয় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে অনিল ভিজ জানিয়েছেন, বিরোধীদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিস্থিতিকে আরও ভয়ানক করে তোলা। হরিয়ানার ওপর দিয়ে যেসব কৃষকরা গিয়েছে তাদের ওপর কোনও লাঠিচার্জ করা হয়নি।

করোনা সংক্রমণের আতঙ্কে শ্রীলঙ্কার কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে কারারক্ষীদের সংঘর্ষে মৃত ৮

কলম্বো, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : শ্রীলঙ্কার এক কারাগারে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মুক্তির দাবিতে বন্দিদের সঙ্গে কারারক্ষীদের সংঘর্ষে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৫৫ জন। আহতদের স্থানীয় রাগামা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারাগারটিতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, স্থানীয় সময় রবিবার রাতে রাজধানী কলম্বোর কিছুটা দূরে অবস্থিত মাহারা কারাগারে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়া বন্দিরা মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বন্দিদের বক্তব্য ছিল, ইতিমধ্যেই কারাগারের এক হাজারের বেশি বন্দি করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। তাদের ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে ওই কারাগারে ইতিমধ্যেই দুই করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারী বন্দিদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন কারাগারের নিরাপত্তা রক্ষীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলিও চালায়। এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর ফলে ৮ জন বন্দি মারা যান ও বেশ কয়েকজন আহত হন। ক্ষিপ্ত বন্দিরা পরিস্থিতি সামাল দিতে কারাগারে পৌঁছনো দুই পুলিশ আধিকারিককে নিজেদের হেফাজতে বন্দি করে রাখে এবং কারাগারের অভ্যন্তরে থাকা একটি রান্নাঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বন্দিদের কব্জা থেকে আটক দুই পুলিশ আধিকারিককে উদ্ধার করে। সংঘর্ষে আহত ৫৫ জন বন্দি ও কারারক্ষীকে স্থানীয় রাগামা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা, 8 ডিসেম্বর মোদীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে মারণ করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য প্রতিদিনই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মারণ এই ভাইরাসকে হারানোই যাচ্ছে না। কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল নরেন্দ্র মোদী সরকার। বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সোমবার সূত্র মারফত এমনই জানা গিয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ এই ভার্চুয়াল বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, সংসদের দুই কক্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফ্লোর লিডারদের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় এই বৈঠক হবে। সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রীর তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সংসদীয় দলনেতাদের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে গিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে এই নিয়ে দ্বিতীয় সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী-সহ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

কোভিড টিকার অগ্রগতি খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী, বিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এতটাই উদ্বিগ্ন যে, গত শনিবার তিন শহরে (আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ ও পুণে) গিয়ে তিন সংস্থার করোনা টিকার অগ্রগতি সশরীরে পরিদর্শন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এ বার দেশে করোনা-টিকা প্রস্তুতকারী আরও তিনটি সংস্থার সঙ্গে সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠক সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার পুণের জেনোভা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস এবং হায়দরাবাদের দুই সংস্থা বায়োলজিক্যাল ই লিমিটেড এবং ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে টিকার অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী।

পরে প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) জানিয়েছে, টিকা তৈরিতে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিন সংস্থার বিজ্ঞানীরা, তাতে মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী। অন্য দিকে তিন সংস্থার কাছে টিকা দেওয়ার পুরো ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরামর্শও প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন বলে পিএমও জানিয়েছে। তিন সংস্থার বিজ্ঞানীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পাশাপাশি তাদের পরামর্শও চেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এই তিন সংস্থার টিকা প্রস্তুতির অগ্রগতি সম্পর্কেও খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আকাশসীমা লঙ্ঘন পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানের, চূড়ান্ত সতর্ক ভারতীয় বায়ুসেনা

শ্রীনগর, ৩০ নভেম্বর (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মেন্ধর সেক্টরে আকাশে উড়তে দেখা গেল পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান। সোমবার ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ে পাকিস্তানি এই যুদ্ধবিমান। এই ঘটনার পর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে। চূড়ান্ত সতর্ক হয়ে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনা এবং সেনাবাহিনী। পাকিস্তানি এই যুদ্ধবিমানটি ভারতীয় আকাশসীমায় ভুলবশত ঢুকে পড়েছে নাকি কোন ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে গোটাটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোন রকমের ঝুঁকি না নিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় আকাশপথে চক্কর কাটতে দেখা গিয়েছে ভারতের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফালকে।

যেকোনও ধরনের পাকিস্তানি হামলাকে প্রতিহত করতে তৎপর ভারতীয় বায়ুসেনা। অন্যদিকে, পূর্ব লাদাখের আকাশপথেও বায়ুসেনার তরফ থেকে সর্তকতা জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে রবিবার রাতে চিনা যুদ্ধবিমানকে উড়তে দেখা গিয়েছে সেখানে।

এ দিনের ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারতীয় আকাশপথ লঙ্ঘন করে পাকিস্তানের যে যুদ্ধবিমান ঢুকে পড়েছিল সেটি সম্ভবত জেএফ ১৭ বিমান। সম্ভবত সেটি পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া মুসাফ বিমানঘাঁটি থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। যদিও রেডার থেকে পাওয়া সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে।

কালাইনে সাংবাদিক নিগ্রহ : দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে কাছাড়ের কাটিগড়া থানা প্রাঙ্গণে অবস্থান

কাটিগড়া (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার কালাইনের লক্ষ্মীপুরে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ঘটনাস্থলে দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছিল গত শনিবার সন্ধ্যায়। সেদিন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী মানুষজন সড়ক অবরোধ করেছিলেন। ঘটনার বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করতে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা লক্ষ্মীপুরের সড়ক অবরোধস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু একাংশ আন্দোলনকারী আচমকা সাংবাদিক ইমাদ উদ্দিন মজুমদার, সুপ্রিয় দত্ত এবং রফিক আহমেদ মজুমদারের উপর হামলা করে। এতে দৈনিক যুগশঙ্খ-এর কাটিগড়া প্রতিনিধি ইমাদ উদ্দিন মজুমদার গুরুতর জখম হন। জখম তিন সাংবাদিকদের কাটিগড়া মডেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় এবং ইমাদ উদ্দিন মজুমদার ঘটনার বিবরণ জানিয়ে কাটিগড়া থানায় এফআইআর দাখিল করেন।

সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় জড়িত কোনও ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। রবিবার স্থানীয় সাংবাদিকদের সংগঠন কাটিগড়া জার্নালিস্ট গিল্ডের তরফে কাটিগড়া থানার ওসি মারফত কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে শীঘ্র অভিযুক্তদের পাকড়াও করার দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এতে দোষীদের গ্রেফতারের জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় সোমবার সকাল ১০টা থেকে কাটিগড়া থানার সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘটে বসতে বাধ্য হবেন সাংবাদিকরা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশ অভিযুক্তদের কোনও হদিশ বের করতে পারেনি। তাই সোমবার সকাল ১০টা থেকে কাটিগড়া থানার সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন সাংবাদিকরা। কাটিগড়া জার্নালিস্ট গিল্ড আহূত ধর্মঘট কর্মসূচিতে বদরপুর প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ইদানীংকালে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা বেড়েছে। অথচ পুলিশ প্রশাসন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসনের নীরব ভূমিকার জন্য গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম বার বার আক্রান্ত হচ্ছে বরাক উপত্যকায়।

এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহে প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে সাংবাদিক ইমাদ উদ্দিন মজুমদারের উপর আক্রমণকারীদের শীঘ্র গ্রেফতারের জোরালো দাবিতে বক্তব্য পেশ সাংবাদিক মঞ্জুর আহমদ, প্রদীপ্ত পুরকায়স্থ, সুমন দাস, সানু চৌধুরী, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা পূর্ব কাটিগড়ার প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ মালাকার, নির্ঝর দাস, বিজেপি নেতা সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যরা।

শিলচরের মাছ বাজার থেকে দুষ্প্রাপ্য কচ্ছপ উদ্ধার আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড় সর্বাণীর

শিলচর (অসম), ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : বাজারে বিক্রেতার কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য কচ্ছপ উদ্ধার করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপিকা। উদ্ধারকৃত কচ্ছপটি কাছাড় বন দফতরের হাতে সমঝে দিয়েছেন তিনি।কাছাড়ের ডিএফও-র কাছে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ সায়েন্স অ্যান্ড বায়োইনফরম্যাটিকস-এর প্রধান, স্কুল অব লাইফ সায়েন্সের ডিন ড় সর্বাণী গিরি বাজারে গিয়েছিলেন মাছ কিনতে। বাজারে গিয়ে দেখেন জনৈক মাছ বিক্রিতা দক্ষিণ এশিয়ায় উপলব্ধ ইন্ডিয়ান পিকক সফসেল টার্টল (নিলসনিয়া হুরুম) প্রজাতির একটি কচ্ছপ নিয়ে বসেছেন। কচ্ছপটিকে কেটে বিক্রি করা হবে শুনে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি চার হাজার বিনিময়ে কচ্ছপটি বিক্রিতার কাছ থেকে কিনে তাঁর আবাসে এনে সুরক্ষিত স্থানে রেখে শিলচরে ডিএফও-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন।বন আধিকারিকরা তাঁর আবাসে গিয়ে বিরল প্রজাতির কচ্ছপটি জীবন্ত উদ্ধার করার জন্য অধ্যাপিকা ড় সর্বাণী গিরিকে ধন্যবাদ জানান। এই খবর দিয়ে ডিএফও সানি চৌধুরী বলেন, বিরল প্রজাতির কচ্ছপটি জীবন্ত উদ্ধার করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপিকা ড় সর্বাণী। ভবিষ্যতে কচ্ছপ শিকার থেকে বিরত থাকতে মৎস্য দফতরের সহযোগিতায় বন বিভাগ মাছ শিকারি তথা জেলেদের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টির জন্য অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান ডিএফও।প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়ান পিকক সফসেল টার্টল (নিলসনিয়া হুরুম) দক্ষিণ এশিয়ায় উপলব্ধ কচ্ছপের মধ্যে অন্যতম এক ধরনের প্রজাতি। এই সব কচ্ছপকে আইইউসিএন-এর তালিকায় সংকটাপন্ন প্রজাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির ২১ নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে। মৃত ওই ব্যক্তির পরিচয় আপাতত পাওয়া যায়নি স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ওই ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্থানীয়দের এও অনুমান, ওই ব্যক্তির মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ আঘাত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এলাকায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে উপস্থিত হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুক্ষণ ধরে মৃত ওই ব্যক্তির পরিচয় আপাতত পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে, একটি সাইকেল ও একটি ব্যাগ পড়েছিল।

সোমবার ত্রিপুরা চটকল কর্মীদের গণধর্না পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

‘ঠাকুরবাড়ির’ দু’টি কমিটির দুটি রাস উৎসব, বিভ্রান্ত মতুয়ারা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : একদিকে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রবল উষ্মা, অন্যদিকে তাদের সংগঠনের দুটি কমিটি সব মিলিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে মতুয়াদের মনে।

মতুয়াদের পীঠস্থান ঠাকুরবাড়িতে দু’টি রাস উৎসব হচ্ছে। একটির নেতৃত্বে শান্তনু ঠাকুর। অন্যটি হচ্ছে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতা ঠাকুর। সোমবার দুটি কমিটির কর্মকর্তারাই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর একটির সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর এবং অন্যটি মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর। মমতাবালা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ। তাঁকে পরাজিত করে মঞ্জুলকৃষ্ণর ছেলে শান্তনু ঠাকুর বিজেপির বনগাঁর সংসদ হন।

রবিবার রাস পূর্ণিমায় তাদের দুটি সংগঠন আলাদা আলাদা ভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে আলাদা দুটি কমিটি ঘোষণা করে। দুটি কমিটিই ‘অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ’-র নামে। এনিয়ে দু’তরফে পারস্পরিক দোষারোপ করা হয়। মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, “ওরা গায়ের জোরে কমিটির নাম একই রেখেছে। আমরাই প্রকৃত কমিটি।” আর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে মঞ্চ করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে বীনাপানিদেবীর ঘর থেকে ঠাকুর বাড়ি দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় বিপাকে মতুয়ারা। সেই সঙ্গে বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধও। তাঁদের অভিযোগ, দুই যুযুধান শিবিরের রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রকৃত ক্ষেত্রে মার খাচ্ছেন মতুয়ারাই। তাঁরা কার্যত পিছিয়ে পড়ছেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বে হরিচাঁদ, গুরুচাঁদের মতুয়া সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এক কমিটির নির্দেশ সাম্প্রদায়টি পরিচালিত হত। এখন কয়েক বছর ধরে এই ধর্মীয় সংগঠনে রাজনৈতিক রং লেগেছে।

মমতাবালা ঠাকুর বলেন, “আমার শ্বশুর স্বামী কপিলকৃষ্ণকে সংঘাধিপতি ঘোষণা করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সংঘাধিপতি। গায়ের জোরে কেউ সেই কমিটি মিথ্যে ভাবে নিজেদের করতে চাইলে কী করব।” তাঁর কমিটির কার্যকরী সম্পাদক ও হাওড়া জেলার সভাপতি জহর বিশ্বাস অভিযোগ করেন, পরম ব্রহ্ম হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রকৃত চিন্তাভাবনা নষ্ট হচ্ছে। মতুয়া উন্নয়ন পরিষদে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠাকুরবাড়ির তিন বিঘা জমির মধ্যে শক্তি মন্দির ও পুকুর ছাড়া সব সম্পত্তি পরিবারের তিন জনের নামে। এই সম্পত্তি দানের মাধ্যমে ট্রাস্টিতে না গেলে উন্নয়ন হবে না। বিধবাদের আশ্রম, যাত্রী নিবাস শুরু হয়েও কাজ এগোয়নি। পিলার ভেঙে পড়ছে। সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নেই, শুধুই খেয়োখেয়ি চলছে। এদিকে, মতুয়ারা প্রশ্ন তুলেছেন, নাগরিকত্বের জন্য তাঁদের ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে কেন? মতুয়া মহাসমাজ প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছে, নাগরিকত্ব আইনের প্রয়োগ নিয়ে কেন্দ্রের বিলম্বে হতাশ। ক’দিন আগে গোপালনগরে এক সভায় এসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়ে গিয়েছেন, এক বছরের মধ্যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। মতুয়াদের অধিকাংশই এই গোত্রে পড়েন। কিন্তু দিলীপবাবুর প্রতিশ্রুতি মতুয়াদের বড় অংশকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন শান্তনু। তাঁর বক্তব্য, “কোনও এক নেতার কাছে শুনলাম, এক বছর পরে নাকি সোসাইটিতে নাগরিক আইন চালু হবে। এত দেরি হলে আমাদের আর তার দরকার নেই। পরবর্তী কালে এমনিই আমরা নাগরিকত্ব পাব।” ভক্তরা অনেকে শান্তনুর কাছে লিখিত ভাবে দাবি জানান, দ্রুত নাগরিকত্ব আইন চালু করা হোক। কেন্দ্রের নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে মমতা বলেন, “এটা নিঃশর্ত আইন নয়। কেন্দ্র তা চালু করতে চাইলে আমরা ভক্তদের নিয়ে ধর্না, অনশন শুরু করব।’

সরসঙ্ঘচালক

তিনের পাতার পর

সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন।

প্রসঙ্গত, এই সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক নির্বাচন চলছে। বর্তমানে বিভাগ এবং প্রান্তীয় পর্যায় এই নির্বাচন হচ্ছে। অযোধ্যা শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ জোরকদমে চলছে। অর্থ সংগ্রহের কার্যক্রম ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এর জন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

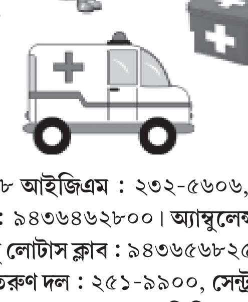

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আজ মাদ্রাসা শিক্ষকদের নবান্ন অভিযানের ডাক

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার ফের অবস্থান-বিক্ষোভ ও নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকগনাউজড আনএডেড মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন’।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত ২৩৫ টি আন-এডেড মাদ্রাসার ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিগত নয় বছর ধরে মিড ডে মিল ও সকল রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ২৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা সম্পূর্ণরূপে পারিশ্রমিক বিহীন। বিগত দিনে ফিরহাদ হাকিম সহ একাধিক মন্ত্রী বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখনও অস্বীকার করছে। সংগঠনের সহ সম্পাদক আসাদ জামান এই অভিযোগ করে বলেন, “আমরা সেনা-কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে লালবাজার ও পুরসভাকে জানিয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর তিনদিনের অবস্থান বিক্ষোভে বসার জন্য গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বেছে নিয়েছিলাম। প্রেসক্লাবের সামনে পুলিশ প্রশাসন ও অমানবিক এবং নির্মমভাবে আমাদের শিক্ষকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। কিল চড় লাথি এমনকি জামার কলার ধরে টেনে হিঁচরে অমানবিকভাবে গাড়িতে তুলে লালবাজারে নিয়ে যায়। শিক্ষিকাদের প্রকাশ্য পেটে লাথি মারা হয়েছে। লালবাজার এসে শিক্ষিকাদের মুখ দিয়ে রক্ত বের হলেও কোনও মেডিকেল পরিষেবা দেয় নি।আমাদের রাজ্য সম্পাদক পলাশ রুম-কে পুলিশ আধিকারিকরা জামার কলার ধরে প্রকাশ্য পাকা রাস্তার উপর দিয়ে পশুর মত টানতে টানতে গাড়িতে তোলে। ১০ শিক্ষক-শিক্ষিকা গুরুতরভাবে অসুস্থ হন। কোন আধিকারিক আমাদের সাথে ন্যূনতম সৌজন্যতাও দেখাতে আসেননি।এই সবের প্রতিবাদে এবং দাবি আদায়ের জন্যই মঙ্গলবার মাদ্রাসা শিক্ষকরা নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন।

বুধবার থেকে মাওবাদী কমিউনিস্টদের কর্মসূচি, পুরুলিয়ায় পোস্টার

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রবিরোধী পোস্টারে পুরুলিয়ায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে বুধবার থেকে মাওবাদী কমিউনিস্টদের সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির জন্য এই সব পোস্টার।

২ থেকে ৮ ডিসেম্বর — এক সপ্তাহব্যাপী দলীয় কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে সিপিআই (মাওবাদী)। সোমবার সকালে প্রাপ্ত পোস্টারগুলোয় এই কর্মসূচি ছাড়া রয়েছে নানা দাবি। এছাড়াও, পুরুলিয়ায় বেশ কিছু ব্যানার, প্রচারপত্র চোখে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ছাপানো, হাতে লেখা পোস্টারগুলি প্রথমে নজরে আসে স্থানীয়দেরই। কোনওটা বাড়ির দেওয়ালে সাঁটানো, কোনওটা দোকানের সামনে টাঙানো, কোনওটা আবার মাঠে ফেলে রাখা। বরাবাজার, বান্দোয়ানে এতগুলো পোস্টার দেখে স্বভাবতই স্থানীয় বাসিন্দারা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আশেপাশে মাওবাদীদের আনাগোনা বাড়ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধিতা করে লেখা হয়েছে মাওবাদীদের পোস্টারে। ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। খবর পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা এসে পোস্টার, ব্যানার খুলে নেন। শুরু হয়েছে তদন্ত।এর আগেও ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি প্রভৃতি স্থানে মাওবাদীদের পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে এখনও মুখ খোলেনি জেলা পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

চোপড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত যুবক, জখম এক

চোপড়া, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক বাইক আরোহীর। ঘটনায় জখম হয়েছে আরও এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে।, ঘাতক গাড়িটি পলাতক

জানা গেছে, চোপড়ায় মৃত যুবকের নাম সুরজ হেমব্রম (২০)। তিনি চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মরিচঝাঁপি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। দুর্ঘটনার দিন সকালে স্থানীয় তুতবাগানে নাইট ডিউটি সেরে মোটর বাইকে দুজন বাড়ি ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি লরির ধাক্কায় মোটর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় জখম অন্যজনকে স্থানীয়দের তৎপরতায় দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পাঠানো হয়।অন্যদিকে, মৃত যুবকের দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন পুলিশ।মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

মঙ্গলবার শুরু মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে সরকার কর্মসূচি

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত ১২ বিষয়-সহ অভাব, অভিযোগ, সমস্যা শুনতে রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে।

গত সপ্তাহে বাঁকুড়ার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবার চালু হচ্ছে ‘দুয়ারে দুয়ারে সরকার’ নামে কর্মসূচি। এমনকী বঞ্চনা-উপেক্ষার কথাও নির্দিষ্ট বয়ানে তা লিখে দিতে হবে। তার জন্য থাকবে ড্রপ বক্স। ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি হবে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লকের সমস্ত পরিকাঠামো নিয়ে প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

৭ জঙ্গি

তিনের পাতার পর

আফগান প্রশাসনের অভিযোগের তির ছিল তালিবান জঙ্গিদের দিকে। সেই অনুযায়ী রবিবার দুপুর থেকে গজনি প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন আফগানিস্তানের সেনাকর্মীরা। বিভিন্ন জায়গা বিমান হামলাও করা হয়। এরপরই রবিবার গজনি প্রদেশের ঘেরো জেলায় চালানো বিমান হামলায় জন নিরাপত্তা কেন্দ্রে আত্মঘাতী হামলার মূলচক্রী হামজা ওয়াজিরিস্থানিসহ ৭ তালিবান জঙ্গি খতম হয়েছে বলে জানা যায়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার কাজ করে চলেছে। করোনা বিধি যাতে সাধারণ মানুষ মেনে চলে তার জন্য ট্যাক্সি ইউনিয়ন, তিন চাকার যানের ইউনিয়ন, পণ্য বাহকদের ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।”

ভারতে করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, ”বিশ্বের নিরিখে ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার সবথেকে বেশি। চলতি বছরের জানুয়ারিতে করোনা পরীক্ষা করার জন্য গোটা দেশে কেবলমাত্র একটি পরীক্ষাগার ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৬৫। দৈনিক ১০ লক্ষ করোনা পরীক্ষা গোটা দেশে হচ্ছে। করোনা প্রতিষেধক আবিষ্কার এর জন্য ভারতের বিজ্ঞানীরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। সঠিক সময়ে প্রতিষেধক পাওয়া যাবে। কিন্তু যতক্ষণ না হাতে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত সামান্যতম ভুল করলে চলবে না। সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতে করোনায় মৃত্যুর হার কম হলেও একজন মানুষের মৃত্যুও দুঃখজনক। ফলে সাবধানতা বজায় রাখা জরুরি। করোনা বিধি মেনে চলার বার্তা সকল মানুষের কাছে পৌঁছানো জরুরী।

বৃহস্পতিবার হলদিয়ায় পদযাত্রার ডাক শুভেন্দু অধিকারীর

হলদিয়া, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবা হলদিয়ায় পদযাত্রার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর তথাকথিত ‘দাদার অনুগামী’রা। অনেকেই মনে করছেন তৃণমূল ছাড়ার আগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতাও জাহির করে দেখাবেন মেদিনীপুরের এই ভূমিপুত্র। ওই দিন হলদিয়া শহরে দুপুর ৩টেয় কদমতলা থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করছেন শুভেন্দুবাবুর তথাকথিত অনুগামীরা। যদিও সেই কর্মসূচীতে তিনি নিজে থাকবেন কিনা তা জানা যায়নি। ঠিক তেমনই তিনি নিজেও এই পদযাত্রার ডাক দেননি।

সীতারামের ট্যুইটের পাল্টা জবাব দিয়ে সীতারমণের ধন্যবাদ পেলেন বিপ্লব

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। কমিউনিস্ট নেতা সীতারাম ইয়েচুরির একটি ট্যুইটকে কেন্দ্র করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও এই ব্যাপারে ট্যুইট করলেন।

সীতারাম ইয়েচুরি ট্যুইটে উল্লেখ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি নাকি বলেছেন আমরা মিথ্য প্রচার করছি এবং কৃষি আইনে আগের প্রথাকে সরানো হচ্ছে না। ইয়েচুরির এই ট্যুইটের পাল্টা ট্যুইট করেন বিপ্লব দেব। তিনি ট্যুইটে উল্লেখ করেছেন, ২৫ বছরের বেশী সময় ত্রিপুরাতে কমিউনিস্টদের সরকার ছিলল। এবং প্রথমবারের মতো এমএসপি কার্যকরা করা হয়েছে ২০১৯ সালে মোদি সরকারের জমনাতেই। বিপ্লব দেব বলেন, আবারও তারা মিথ্য প্রচার করছে। বিপ্লব দেবের ট্যুইটের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনিও ট্যুইট করেই বিপ্লব দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জালে

● প্রথম পাতার পর

জুয়াড়িকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।ধৃত তিন জুয়াড়ি নেপাল মালাকার, প্রজেশ দাস ও বিজিত মোহন দাস। সকলের বাড়ি বজেন্দ্র নগর এলাকায়। জানামতে বিজিত মোহন দাস একজন স্কুল শিক্ষক। বর্তমানে সকলেই কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে।

এদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, উনারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জুয়া বিরোধী অভিযান চালান। অভিযানে জুয়া খেলার সামগ্রী নগদ অর্থ দুটি বাইক ও তিন জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। ওসি আরো জানান আগামী দিনেও এ ধরনের জুয়া বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শরণার্থীরা

● প্রথম পাতার পর

খবর, আজকের বৈঠকের পরিণামস্বরূপ ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে কোনও জটিলতা বাকি রইল না। কারণ, উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় ব্রু শরণার্থীরাও ত্রিপুরা সরকারের পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে, চিহ্নিত স্থানগুলির মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এ-বিষয়েও ব্রু শরণার্থী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরকারের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

হবে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে সংস্কার করতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বুধবার গভীর রাতে গুজরাটের রাজকোটের একটি করোনা হাসপাতলে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়। এর আগে আমেদাবাদের একটি করোনা হাসপাতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফলে গোটা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের অন্যত্র যাতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সতর্ক কেন্দ্র।

সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর

জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে মামাকে ভরতি করানো হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। ভাগনীর বক্তব্য জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এই ঘটনা। অন্যদিকে মামার বক্তব্য ভাগনীর চালচলন ঠিক ছিল না। অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত ছিল। বারবার মানা করা সত্ত্বেও কোনও প্রতিকার না পেয়ে ঝগড়া হয়েছে।

কনভেনশন

● প্রথম পাতার পর

নেই। সুতরাং আগামী ৩ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে কি বৃহত্তর আন্দোলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে সে আন্দোলন হবে বৃহত্তর আন্দোলন বলে জানান তিনি। আর সবটাই হবে চাকরিচ্যুতদের সহায়ী সমাধান এবং মৃতের চাকরিচ্যুত পরিবারের চাকুরি প্রদান করার দাবিতে।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

সাথেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত আগুন জ্বলছিল। টিএনজিসিএলের কর্মী বিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। দমকল কর্মীরা গিয়ে আগুন যাতে ছড়িয়ে পড়েতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে। পর টিএনজিসিএল এর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

চাকরীর

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে বলে জানান প্রতিনিধি দলকে। প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন কুসুম আক্তার, মহম্মদ ফারুক। পাশাপাশি এদিন ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিরোধী তিন দল এক হয়ে যেতে পারে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে ঠেকাতে রাজ্যের বিরোধী তিন দল এক হয়ে যেতে পারে বলে মন্তব্য করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

সোমবার একই মঞ্চে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, অশোক ভট্টাচার্য আরশঙ্কর মালাকার। সেখানে বিজেপি-র নামোল্লেখ না করে এই দলের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি, ধর্মীয় ভেদাভেদ তৈরির অযোগ আনা হয়। বলা হয় এই চেষ্টা সর্বতোভাবে রুখতে হবে। সাংবাদিকের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দিলীপবাবু বলেন, অশোক ভট্টাচার্য তো বিধানসভায় ক্রমাগত রাজ্য তাঁর পুরসভার জন্য টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করে গিয়েছেন। এখন কী হল যে ববি হাকিমের সঙ্গে এক মঞ্চে এক সুরে কথা বলছেন? বোঝা যাচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

দিলীপবাবু বলেন, বনধের দিন বোঝা গিয়েছে, সবাই মিলে মিলিতভাবে বনধ করেছিলেন। সিপিএম, কংগ্রেসের ডাকা বনধ টিএমসি সহযোগিতা করেছিল। তাও লোকে সমর্থন করেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই তিনটি দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ বিজেপি-র দিকে তাকিয়ে বিজেপি-র রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে। অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য একটা জগাখিচুরি তৈরি হচ্ছে। আমার মনে হয়, ভোটের আগে ওই তিন দল এক হয়ে যাবে।

টিম

● প্রথম পাতার পর

দেয়।

কিছুটা জায়গা আসার পর সরলা এলাকা সংলগ্ন নির্জন স্থানে একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে পঞ্চাশোর্ধ বিধবা ধাত্রীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে দেবু বলে অভিযোগ। রাস্তার পাশের জঙ্গলে নির্মমভাবে শারীরিক অত্যাচারে পঞ্চাশোর্ধ বিধবা মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর বিকৃত কামনা চরিতার্থ করে ঘটনাস্থল থেকে দেবু পালিয়ে যায়। রাত আনুমানিক একটা নাগাদ ধর্ষিতা মহিলার জ্ঞান ফিরে। তারপর সেখান থেকে কোন ভাবে নিজ বাড়িতে এসে পরিবার ও আশপাশের লোকজনদের সবিস্তারে ঘটনাটি জানায় নির্যাতিতা মহিলা। তারপর নির্যাতিতা কদমতলা থানায় একটি ধর্ষণের মামলা রুজু করে। কদমতলা থানার পুলিশ ৬৫ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে সরলা এলাকা থেকে অভিযুক্ত ধর্ষণকারী দেবু তাঁতীকে গ্রেফতার করে।আজ ধৃত দেবুকে আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।এদিকে এই ধর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর থেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন পঞ্চাশোর্ধ বিধবা মহিলা। রবিবার সকাল থেকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন পঞ্চাশোর্ধ ধর্ষিতা মহিলা।

আজ কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার এই ধর্ষণকাণ্ডের ঘটনাস্থল সহ নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে আসেন।তারপর কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল এসে নির্যাতিতার খোঁজখবর নেন এবং নির্যাতিতাকে আশ্বস্ত করেন যে,পুলিশ প্রশাসন উনাদের সাথে রয়েছে।

অপরদিকে আজ বিকেলে বেলা কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নির্যাতিতার কাছে ছুটে আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী পঞ্চাশোর্ধ ধর্ষিতা বিধবা মহিলার জবানবন্দি নিয়ে জানতে পারেন যে,এই ধর্ষণ কাণ্ডে দেবু তাঁতী ছাড়াও অপর এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। মহিলা চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী জানান, এই জঘন্য ঘটনা রাজ্য মহিলা কমিশন তীব্র ভাষায় তার নিন্দা জানায়। হতদরিদ্র পঞ্চাশোর্ধ বিধবা মহিলার পাশে রয়েছে রাজ্য মহিলা কমিশন।

পাশাপাশি এই ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত ধৃত দেবু তাঁতীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন। এমনকি চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী ওপর ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানান পুলিশ প্রশাসনকে।তবে উত্তর জেলায় পরপর পঞ্চাশোর্ধ দুই মহিলা ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় জেলার জন্য ভয়ঙ্কর বলে জানান চেয়ারপার্সন।সকলে মিলে এ ধরনের জঘন্যতম ঘটনা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসতে হবে বলেও আহ্বান করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।

দুজন

● প্রথম পাতার পর

থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়।তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল থেকে তাদেরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশও।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাইক এবং মারুতি গাড়ি দুটি দ্রুতবেগে চলছিল।সামনাসামনি এসে পৌঁছলে চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। তখন ওই ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন পথদুর্ঘটনায় প্রাণহানি এবং গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। পথ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পথ দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলেও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে।প্রশাসন পথ দুর্ঘটনা রোধে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হলেও বিভিন্ন মহলের অভিমত।

ইউনিয়ন

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু এইসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে তারা গত বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন থেকে বিরত রয়েছেন।

বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তারা আগামী ১৫ ডিসেম্বর জুটমিলের মূল ফটকের সামনে দুই ঘণ্টার প্রতীকী গণনা সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রতীকী গণনা আন্দোলনের পরও যদি রাজ্য সরকার জুটমিল কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে জানানো হয়।

তারা শ্রমিক স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন।এদিন গণ ধরনা আন্দোলন শেষে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সনদ ও স্মারকলিপি প্রদান করবেন বলেও তারা জানিয়েছেন।

রণংদেহী

● প্রথম পাতার পর

হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম দিক থেকে আসা কৃষকরা দিল্লিতে প্রবেশের চেষ্টা ক্রমাগত বিগত কয়েকদিন ধরে করে চলেছে। কিন্তু পুলিশের বাধা পেয়ে তারা জাতীয় সড়কে বসেই অবস্থান-বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে। ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে রাজধানী দিল্লি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে কৃষকদের ৩ ডিসেম্বর আলোচনার টেবিলে বসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগে জাতীয় সড়ক থেকে অবস্থান-বিক্ষোভ তুলে অন্যত্র এই বিক্ষোভ করার আহ্বান করা হয়েছে। কৃষকদের ওপর শর্ত চাপানো নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

গত এক সপ্তাহ ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকলেও দপ্তরের তরফ থেকে তেমন কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

অবিলম্বে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পথ অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন।খোঁজ খবর নিয়ে তারা জানতে পারেন এলাকায় বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারটি বিকল হয়ে পড়েছে।সে কারণেই গত কয়েকদিন ধরে এলাকাটি অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিষয়টি নিয়ে তারা বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তারা জানান ট্রান্সফরমারটি সারাইয়ের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।শীঘ্রই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর ক্ষুব্ধ জনতা আপাতত পথ অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বেতন পাচ্ছেন না

আটের পাতার পর

করতে হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড ও সাফাই কর্মীরা। পরিবার পরিজনদের মুখে দু বেলা অন্নের যোগান করাই এখন কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বেসরকারী নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়োগ করেছে আগরতলার Special Security Guards Private limited নামক একটি বেসরকারি সংস্থা। বেসরকারী নিরাপত্তা রক্ষী ও সাফাইকর্মী দের অবিলম্বে বেতন প্রদানের দাবি জানিয়েছেন এই কর্মীরা।

প্রশিক্ষণ শুরু

আটের পাতার পর

জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, পুরপরিষদের ডেপুটি সি ই ও স্বপজিৎ সরকার। উপস্থিত ছিলেন পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার এবং এস বি আই - আর এস ই টি আই, কুমারঘাটের অধিকর্তা সুকুমার দাস। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ শিবির চলবে।

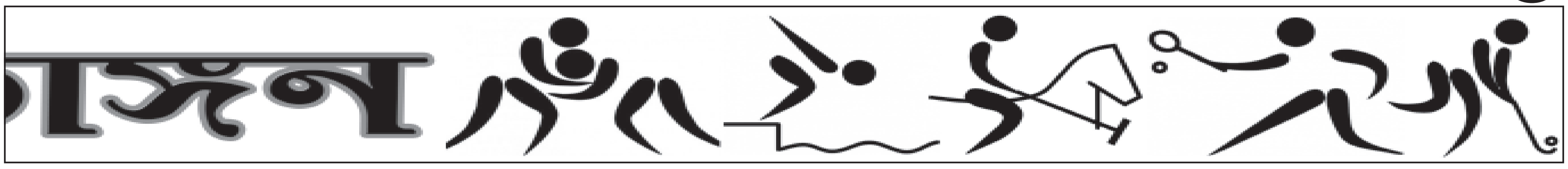

অতীতে খেলাধুলায় দলবাজি হতো, পূর্বতন সরকারকে তোপ দাগেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : ত্রিপুরায় অতীতে খেলাধুলায় দলবাজি হতো। শুধু তা-ই নয়, রাজ্যের আনাচে-কানাচে বহু বিদেশির মূর্তি বসানো হলেও, নেতাজির মূর্তি এনএসআরসিসি স্পোর্টস কমপ্লেক্সেও স্থান পায়নি। আজ সোমবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এভাবেই পূর্বতন সরকার এবং বামেদের তোপ দাগেন।

এদিন তিনি বলেন, আজ এনএসআরসিসি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে এই কমপ্লেক্স হলেও এখানে পূর্বতন সরকার নেতাজির কোনও মূর্তিই স্থাপন করেনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, অথচ রাজ্যের আনাচে-কানাচে অনেক বিদেশির মূর্তি রয়েছে, কিন্তু নেতাজির মূর্তি বসানোর প্রয়োজন কেউ বোধ করেননি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখানে নেতাজির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মানসিকতাও পরিবর্তন হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় ক্রীড়াক্ষেত্রেও দলবাজি চলত। পার্টি নেতৃত্বের ছেলেকে দলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হতো। কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কেউ এ-কথা বলতে পারবেন না, কাউকে ফোন করে বলেছি, আমার দলের ছেলেকে টিমে নিন, প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, আমাদের তরুণ প্রজন্মকে মনে রাখতে হবে, ক্রীড়াক্ষেত্র এমন একটা জায়গা যেখান থেকে দেশের গর্ব হয়ে ওঠা যায়। তাঁর বক্তব্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এপিজে আবদুল কালামকে যত জন চেনেন শচীন তেণ্ডুলকরকেও সমপরিমাণ লোক চেনেন। দিয়েগো মারাদোনার জীবনাবসানের পর সারা দুনিয়া কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

তিনি এদিন দাবি করেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যধারা পরিচালনা করছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নও তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর কথায়, খেলাধুলা ব্যক্তিত্ব বিকাশে ভূমিকা নেয়। তাই আমাদের নতুন প্রজন্মকে আরও বেশি করে ক্রীড়ামুখী করে গড়ে তোলার কাজ আমাদের করতে হবে। সুস্থ সমাজ গঠনে যার ভূমিকা অপরিসীম।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সঠিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে রাজ্যের খেলাধূলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে করে রাজ্যের খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি বলেন, আগে খেলাধূলাকে পড়াশুনার পাশে এ'ট্রা অ্যাক্টিভিটিজ হিসেবে রাখা হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ধারণাটাই পাল্টে দিয়েছেন। এখন স্পোর্টস একটি ক্যারিয়ার। রাজ্যেও এই ধরণের উদ্যোগ চলছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় ব্যাডমিন্টনের প্রসারের জন্য প্রতিটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। রাজ্যের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা সাউথ এশিয়া ক্যাম্পেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, এন এস আর সি সি আজ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এখানে আজ একসাথে বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার যাবতীয় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা খেলোয়াড়দের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক তিনটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই কর্মসূচিতে দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লে' ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক ট্র্যাক বসানো হবে। এছাড়া খোয়াইয়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে এবং পানিসাগরে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক সুইমিং পুল গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও রাইমা সুইমিং পুলের সংস্কার বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। অনুরূপভাবে চন্দ্রপুরেও ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত বলেন, ক্রীড়া পর্ষদ রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। তিনি আ'লিক এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যবহার করার জন্য খেলোয়াড়দের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার আধুনিক সুবিধা যুক্ত এই স্পোর্টস কমপ্লে'ের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এন এস আর সি সি-তে নেতাজীর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এখানে আধুনিক সুবিধা যুক্ত ব্যাডমিন্টন হল ও বিভিন্ন খেলাধূলার জন্য চারতলা বিশিষ্ট মাল্টি স্পোর্টস বিল্ডিং-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ 'পন করেন ক্রীড়া অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী।

তারুণ্যনির্ভর স্পেন দলে নতুনের ছড়াছড়ি

স্পেন জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন বার্সেলোনার টিনএজ ফরোয়ার্ড আনসু ফাতি। ম্যানচেস্টার সিটিতে নাম লেখানো ফেররান তরেসসহ লুইস এনরিকের দলে আছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ছয় ফুটবলার।আগামী মাসে উয়েফা নেশন্স লিগে জার্মানি ও ইউক্রেনের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য বৃহস্পতিবার ২৪ জনের দল ঘোষণা করেন কোচ এনরিকে।বার্সেলোনার হয়ে অভিষেক মৌসুমে আলো ছড়ানোর পর স্পেন অনূর্ধ-২১ দল থেকে জাতীয় দলে ডাক পেলেন ১৭ বছর বয়সী ফাতি। লা লিগায় কাতালান দলটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে গোলের রেকর্ড গড়েন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও গড়েন সবচেয়ে কম বয়সে গোলের রেকর্ড।প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন এই মাসের শুরুর দিকে ভালেন্সিয়া থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া ২০ বছর বয়সী মিডফিল্ডার তরেসও। তার সঙ্গে আছেন সিটির ১৯ বছর বয়সী ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া।আতলেতিকো মাদ্রিদের কোনো খেলোয়াড়কে দলে রাখেননি কোচ; যেখানে সাউল নিগেস, কোকে, আলভারো মোরাতারা জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য।নেশন্স লিগের উদ্বোধনী আসরে শেষ চারে উঠতে না পারা স্পেন আগামী ৩ সেপ্টেম্বর খেলবে জার্মানির মাঠে, ৬ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে খেলবে ইউক্রেনের বিপক্ষে।স্পেন স্কোয়াড: গোলরক্ষক: দাভিদ দে হেয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), কেপা আরিসাবালাগা (চেলসি), উনাই সিমোন (আথলেতিক বিলবাও)।ডিফেন্ডার: হোসে গায়া (ভালেন্সিয়া), দানি কারবাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ), এরিক গার্সিয়া (ম্যানচেস্টার সিটি), সের্হিও রামোস (রিয়াল মাদ্রিদ), দিয়েগো ইয়োরেন্তে (রিয়াল সোসিয়েদাদ), পাউ তরেস (ভিয়ারিয়াল), হেসুস নাভাস (সেভিয়া), সের্হিও রেগিলন (সেভিয়া)।মিডফিল্ডার: সের্হিও বুসকেতস (বার্সেলোনা), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি), থিয়াগো

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER [3RD CALL]

The undersigned for and on behalf of the Governor of Tripura invites e-Tender [3rd Call] from fully operational Modern Rice Millers of Tripura having minimum production capacity of 01 (one) MT of Custom Milled Rice (CMR) or more per hour for 'Milling of Paddy' to be procured by the State Government from different Purchase Centers (PPCs) during ensuing KMS 2020-21.

2. Interested Bidders may see & download the NIT Document from the website 'www.tripuraLenders.gov.in' & `www.tenders.gov.in'. However, e-Bidding is to be made only through `www.tripuratenders.gov.in. Last date & time of submission of tender is 07.12.2020 up to 3.00 PM.

ICA/C-2252/2020-21

(T. K. Das) Addl. Secretary & Director Food, Civil Supplies & CA Government of Tripura.

NOTIFICATION FOR NEC MERIT SCHOLARSHIP FRESH 2020-21

In continuation to our earlier Notification of even number dated 02/11/2020, it is for information of all concerned that the last date for submission of online application for NEC Merit Scholarship through the website of National Scholarship Portal (NSP-2.0) (http:scholarships.gov.in) has been extended up to 30/12/2020 for the students (Fresh applicant) in the academic session 2020-21.

ICA/D-968/2020-21

(C.Debbarma)
Joint Director of Higher Education.
Tripura.

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura the undersigned invites sealed tender of rate in the Plain paper for Procurement of Arm Chair for the financial Year 2020-21 under KADAMTALA PANCHAYAT SAMITI ,KADAMTALA R.D. Block North Tripura from Registered authorized traders/Cooperatives dealing in the items. For details office of the undersigned may be communicated.

The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed pro-forma enclosed. The bidder has to attach D-Call amounting Rs.5,000/- (Rupees five thousand) in favour of the Executive Officer, Kadamtala Panchayat Samiti, Kadamtala RD. Block, North Tripura from any Nationalized Bank of India payable at Kadamtala along with the tender.

The undersigned having the right to reject any tender or contract at any time without assigning any reason.

The stated sealed quotation should be dropped in the Tender Box kept in the Chamber of the Block Development Officer, Kadamtala R.D. Block on and from 27/11/2020 to 03/12/2020 up to 3:00 PM (office hours and days only).

The tender will be opened on 05/12/2020 at 12.00 Noon in the presence of the bidders/authorized representatives who are willing to remain present at the time of opening of the Quotation.

SL No	Name of the Items	Specification	Quantity	Total cost of approximate	EMD	Enclosures	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Godrej Arm Chairs	PCH.F101R	3 Nos. (@ Rs. 9743)	Rs. 29229/-	Rs.10,000/- (Rupees Ten thousand) only.	Attested photo copy of Valid Shop/Store Registration Certificate, GST Registration, PAN Card, Trade License, Aadhaar Card, Voter ID Card, Bank Pass Book. (Without enclosures bid will Not be accepted).	Award money (DDUPSP-2017-18)
2		PCH.7042R	12 Nos. (@ Rs. 5764)	Rs. 69168/-			

ICA/C-2268/2020-21

(K. Debba a, TCS)
Executive Officer (BDO)
Kadamtala Panchayat Samiti Kactamtala
RD.Biock, North Tripura.

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, State Project Office, 3I'd Floor, Shiksha Bhawan, Agartala invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriaw class gist` ted with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16/12/2020 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No-18/EE/ENGG. CELL/Samagra/ 2020-21 PNIT No-12/EE/ENGG.CELL Samagra/2020-21	Rs. 15,45,000.00	EMD: Rs. 15,450.00 BID FEE: Rs. 1000.00 (Non refundable)	2 (Two) Months	16/12/2020, up to 15.00 Hours	17/12/2020 Time 16:00 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No-19/EE/ENGG. CELL/Samagra/ 2020-21 PNIT No-13/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2020-21	Rs.12,20,000.00	EMD: Rs.12,200.00 BID FEE: Rs.1000.00 (Non refundable)	2 (Two) Months				

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2258/2020-21

(Er.S.Debbarma)
Executive Engineer Samagra Shiksha,
Tripura.

নিবেদন দেখাও, নয়তো চলে যাও: কুমান

দলের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টায় ও পেশাদারিত্বে ঘাটতি দেখা দিলেই দেখিয়ে দেওয়া হবে বিদায়ের রাস্তা-ক্লাবে ফিরেই খেলোয়াড়দের প্রতি কড়া বার্তা দিলেন বার্সেলোনার নতুন কোচ রোনাল্ড কুমান। একই সঙ্গে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে দলের গৌরব ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছেন দলটির সাবেক এই তারকা খেলোয়াড়।মেসির সঙ্গে কথা বলবেন কুমান-কিকে সেতিয়েনের উত্তরসূরি হিসেবে বুধবার সকালে কুমানের নাম ঘোষণা করে বার্সেলোনা। পরে ওই দিনই বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসেন তিনি। সেখানেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন কুমান।"আমাদের এখন যা করতে হবে তা হলো, বায়ার্নের বিপক্ষে ম্যাচে যা করেছি তার ভিন্ন একটা ইমেজ তৈরি করা। সেদিন আমরা যা খেলেছি, তেমন বার্সাকে আমরা বা সমর্থকরা দেখতে চাই না।""বার্সার জার্সি পরে আনন্দটা অনুভব করতে হবে, গর্বিত হতে হবে। আর সেটা দলের প্রতি নিবেদনের মাধ্যমে দেখাতে হবে, পেশাদার আচরণে প্রকাশ পাবে। নিজের সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে দিতে হবে। আমরা যদি তা করতে পারি, তাহলেই গত সপ্তাহে যা হয়েছে তার পুরোপুরি ভিন্ন একটা ইমেজ তৈরি হবে।"গত এক যুগের মধ্যে এবারই প্রথম শিরোপাশূন্য মৌসুম পার করেছে বার্সেলোনা। কোপা দেল রে থেকে আগেই ছিটকে পড়া কাতালুনিয়ার দলটি লা লিগায় শেষ ভাগে ছন্দ হারিয়ে শিরোপা হারায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে। আর গত শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ৮-২ গোলে হেরে বসে তারা। রেকর্ড ব্যবধানে ওই হারের পরই শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। চারদিক থেকে মূল দল পুনর্গঠনের দাবি ওঠে।সেতিয়েনকে সোমবার বরখাস্ত করার মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করে বার্সেলোনা। পরদিন স্পোর্টিং ডিরেক্টর এরিক আবিদালের সঙ্গেও চুক্তির ইতি টানে তারা। এর পরদিন কুমানের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করে ক্লাবটি।বায়ার্নের কাছে পর্যদুস্ত হওয়ার পরপরই ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ অনেক পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন। পরে মঙ্গলবার বার্সা টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি জানান, নতুন কোচ দায়িত্ব নিলেই আলোচনা করে নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত।প্রথম সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য কাদেরকে দল থেকে বাদ দেবেন, এমন কোনো আভাস দেননি কুমান। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন, তাদের সঙ্গেই তিনি কাজ করতে চান যারা পুরোপুরি দলের প্রতি নিবেদিত।"আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না। ক্লাবের ভালোর দিকে নজর দিতে হবে আমাদের এবং ম্যাচ জেতার জন্য সম্ভব্য সেরা স্কোয়াড গঠন করতে হবে।""নির্দিষ্ট কিছু বয়সের খেলোয়াড়দের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যদিও ৩১, ৩২ বা ৩৩ বছরে কোনো খেলোয়াড় শেষ হয়ে যায় না। সবকিছু নির্ভর করে, জয়ের জন্য আপনি কতটা মরিয়া এবং ক্লাবের জন্য আপনি সবকিছু উজাড় করে দিতে চান কি-না।""যারা এখানে থাকতে চায়, সেই সব খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করতে চাই আমি। যদি তারা এখানে সুখী না হয়, তাহলে তাদের সেটা বলা উচিত। আমি কেবল তাদের চাই যারা বার্সার জন্য সবকিছু উজাড় করে দেবে।" নববইয়ের দশকের শুরুতে তখনকার কোচ ইয়োহান ক্রুইফের বার্সেলোনার বিখ্যাত 'ড্রিম টিম" এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন কুমান। ১৯৯২ সালে ক্লাবটির প্রথম ইউরোপিয়ান কাপ জয়ের নায়কের সামনে এবার নতুন চ্যালেঞ্জ। তিনিও প্রতিশ্রুতি দিলেন দলের গৌরব ফিরিয়ে আনার।"শক্তিশালী একটি দল গঠন করতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। তবে আমাদের কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, কারণ সেদিন আমরা যা খেলেছি তা চাই না আমরা। আমাদের সুনাম পুনরুদ্ধারে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।"কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বার্সেলোনার সহকারী কোচ ছিলেন কুমান। প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন নিজ দেশ নেদারল্যান্ডসের ক্লাবে। এরপর দেশের সফলতম ক্লাব আয়াক্স, স্পেনের ভালেন্সিয়া, ইংল্যান্ডের সাউথ্যাম্পটন ও এভারটনসহ আরও কয়েক দলে কোচিং করানো সাবেক এই ডিফেন্ডার ২০১৮ সালে দায়িত্ব নেন নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের। তার হাত ধরে ২০১৯ সালে ডাচরা উয়েফা নেশন্স লিগের অভিষেক আসরে রানার্সআপ হয়, জায়গা করে নেয় এবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে। দারুণ অভিজ্ঞ ও সফল এই কোচের হাত ধরে বার্সেলোনা স্বরূপে ফিরতে পারবে বলে বিশ্বাস ক্লাবটির কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকদের। পুরনো ঠিকানায় নতুন রূপে ছাপ রাখার ব্যাপারে কুমান নিজেও বেশ আশাবাদী। "এটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ এবং সহজ হবে না। কারণ বার্সা সবসময় সেরাটা চায়, আর এমনটাই হওয়া উচিত।" "এখনও বার্সা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাব। তাই, বার্সার যেখানে থাকা উচিত সেখানে দলকে ফিরিয়ে নিতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সেরা ফল ও শিরোপার জন্য লড়াই করার মতো দলে যথেষ্ট মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে।"

২০ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন হোয়াইট

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে আছেন জাতীয় দলের বাইরে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও কাটছে না ভালো সময়। ভাটার টান ভালো করেই বুঝতে পারছেন ক্যামেরন হোয়াইট। কোচিংয়ে মনোযোগ দিতে ইতি টেনেছেন প্রায় ২০ বছরের পেশাদার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের।অস্ট্রেলিয়াকে একটি ওয়ানডে ও ছয়টি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেওয়া হোয়াইট শুক্রবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।ওয়ানডে দিয়ে ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন হোয়াইট। দুই বছর পর খেলেন টি-টোয়েন্টি, পরের বছর টেস্ট। অভিষেকের বছর ২০০৮ সালে, চার ম্যাচে থেমে যায় তার টেস্ট ক্যারিয়ার। ৪৭ টি-টোয়েন্টির শেষটি খেলেন ২০১৪ সালে। ২০১৮ সালে দেশের হয়ে খেলেন সবশেষ ওয়ানডে। এই সংস্করণে ৯১ ম্যাচে দুই সেঞ্চুরি আর ১১ ফিফটিতে করেন ২ হাজার ৭২ রান।২০০০-০১ মৌসুমে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় হোয়াইটের। গত বছরের মার্চে শেষ খেলেন শেফিল্ড শিল্ডে।পেশাদার ক্রিকেটে ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান শেষ ম্যাচ খেলেন গত বিগ ব্যাশে, অ্যাডিইলেড স্ট্রাইকারের হয়ে। ৬ ম্যাচ খেলে রান করেন কেবল ৩৬। এরপরই খেলোয়াড় হিসেবে নিজের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপলব্ধি হয় হোয়াইটের।

Biplab Kumar Deb

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

সত্যমেব জয়তে

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

'গ্লোবাল সলিডারিটি শেয়ারড রেসপনসিবিলিটি'। এই শ্লোগানকে সামনে রেখেই ১লা ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস্ দিবস। এই দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্যই হল এইচআইভি জীবাণু এবং এইডস রোগ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এইচআইভি সংক্রমণ রোধ করা কিংবা এইডস রোগ প্রতিরোধের মূল অস্ত্রই হল সচেতনতা। এই জীবাণু ছড়ায় মূলতঃ চারটি উপায়ে। অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সূঁচের বহু ব্যবহার এবং এইচআইভি এইডস্ আক্রান্ত মা থেকে শিশুর শরীরেও এইচআইভি সংক্রমণ হতে পারে।

এইডস্ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন, আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা, অধিকার এবং বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে রক্ষা করতেই সংসদে প্রণয়ন হয়েছে দ্য হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এন্ড একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম (প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল) অ্যাক্ট, ২০১৭। কোভিড কালীন পরিস্থিতির মধ্যেও ত্রিপুরায় এই কর্মসূচি সফল ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। কোভিড জনিত পরিস্থিতির মধ্যেও কোভিড নির্দেশিকাগুলি মেনে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করা হচ্ছে।

বিশ্ব এইডস্ দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরসহ অন্যান্য সরকারী দপ্তর ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীদের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এইডস্ মুক্ত দেশ ও জাতি গঠনের অঙ্গীকার করা সম্ভব। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এইচআইভি-এইডস্ প্রতিরোধ এগিয়ে যাবে। সচেতনতাই এই জীবাণু ও রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। সচেতনতার মাধ্যমে এইডস্ মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যাব - এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

স্বাক্ষর(অস্পষ্ট)
(বিপ্লব কুমার দেব)

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কৃষক স্বার্থে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): কৃষক স্বার্থে গঙ্গাজলের মতো পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এখন কাজ করা হচ্ছে। দেশের ১০ কোটিরও বেশি কৃষক পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কৃষক স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে সোমবার এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বারাণসীতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের হান্দিয়া (প্রয়াগরাজ)-রাজতলব (বারাণসী) সেকশনে ৬-লেন বিশিষ্ট দীর্ঘায়িত প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরই ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "গুরু নানক জয়ন্তী এবং দেব দীপাবলিতে উন্নত ইনফ্রাস্ট্রাকচার পেল বারাণসী। বারাণসীর (কাশী) পাশাপাশি প্রয়াগরাজের মানুষও এর ফলে উপকৃত হবেন। আমার এখনও মনে আছে ২০১৩ সালে আমার প্রথম জনসভা এই ময়দানেই হয়েছিল। তখন এখান থেকে যাওয়া হাইওয়ে ৪-লেনের ছিল। বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদে এই হাইওয়ে ৬-লেনের হয়ে গিয়েছে। এই হাইওয়ে চওড়া হওয়ায় কাশী ও প্রয়াগরাজের মধ্যে যাতায়াত আরও সহজ হবে। কুম্ভের সময়ও এর সুবিধা মিলবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত কয়েক বছরে কাশীতে সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি যোগাযোগ নিয়ে যে কাজ হয়েছে,তা এখন দেখা যাচ্ছে। নয়া হাইওয়ে তৈরী করা হোক অথবা সেতু ও ফ্লাইওভার বানানো হোক, বারাণসী এবং আশেপাশের এলাকায় এখন যত পরিমানে কাজ হচ্ছে, স্বাধীনতার পর তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে উত্তর প্রদেশের ইনাস্ট্রাকচারের পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা আপনারা সবাই ভালো করেই জানেন। এখন এক্সপ্রেস প্রদেশ হিসেবে পরিচিতি হচ্ছে উত্তর প্রদেশের। ৩-৪ বছর আগে উত্তর প্রদেশে মাত্র দু'টি বিমানবন্দরে ভালোভাবে কাজ হচ্ছিল। এখন প্রায় এক ডজন বিমানবন্দর উত্তর প্রদেশের পরিষেবার জন্য প্রস্তুত।

কৃষক স্বার্থে কিষাণ রেল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের ইতিহাসে প্রথমবার কিষাণ রেল শুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় নতুন নতুন বাজার পাচ্ছেন কৃষকরা। বড় শহরগুলিতে তাঁদের প্রসার বেড়েছে। তাঁদের আয়েও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সরকারের প্রচেষ্টা ও আধুনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে কৃষকরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন তার একটি উত্তম উদাহরণ হল চান্দোউলির কাল চাল-ব্ল্যাক রাইস। চান্দোউলির কৃষকদের পরিবারের সমৃদ্ধি বয়ে এনেছে এই চাল। সাধারণ চাল ৩৫-৪০ টাকা প্রতি কিলো দরে বিক্রি হয়, কিন্তু এই সুন্দর চাল ৩০০ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে। সবথেকে বড় বিষয় হল, ব্ল্যাক রাইস বিদেশী বাজারেও জায়গা করে নিচ্ছে। অন্নদাতাদের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের কৃষি পণ্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। বড় বাজার এবং ভালো দাম পাওয়া কী কৃষকদের উচিত নয়? আগে মান্ডির বাইরে হওয়া লেনদেন অবৈধ ছিল। ছোট কৃষকদের ক্ষতি হত, বিবাদ হত। এখন ছোট কৃষকও, মান্ডির বাইরে হওয়া সমস্ত বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবেন। নতুন বিকল্পের পাশাপাশি আইনি সংরক্ষণও পেয়েছেন কৃষকরা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার নীতিমালা তৈরী করে এবং আইন ও বিধি তৈরী করে। নীতি ও আইনের যেমন সমর্থ পাওয়া যায় তেমনই কিছু প্রশ্নও ওঠে। এটা গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী জানান, কৃষক স্বার্থে গঙ্গাজলের মতো পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এখন কাজ করা হচ্ছে।

দেশের ১০ কোটিরও বেশি কৃষক পরিবারের ব্যাঙ্ক

করাপশন কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে করোনা যোদ্ধা হিসেবে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্তকে সোমবার সম্মানিত করা হয়। এই অর্গানাইজেশনের রাজ্য সভাপতি যদুমণি দেব , সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং প্রাক্তন সদস্য অরিন্দম বিশ্বাস জেলা সভাধিপতির বাড়িতে গিয়ে এই সম্মাননা দিয়েছেন। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ায় গৃহস্থদের গবাদী পশু বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ নভেম্বর।। গ্রামীণ পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের অভিনব কৌশল। আজ তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রের মাঠে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু পরিবারের হাতে গৃহপালিত পশু তুলে দেয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দপ্তর। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা কল্যাণী রায়, উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি আধিকারিক সেন্টু আচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জিত সূত্রধর সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন তেলিয়ামুড়া মহাকুমার ৩০ জন বেনিফিশিয়ারি মধ্যে গৃহপালিত গাভী এবং ছাগল প্রদান করা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের তরফে। যাতে করে গ্রাম্য জীবনের শ্রমিক কৃষক পরিবারগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে সেগুলিকে পালন করে। এদিকে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন- রাজ্য সরকার চাইছে সবাইকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা তাই বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম্য জীবনের পরিবারগুলিকে বিভিন্ন জিনিস প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা বেনিফিসারী দের মধ্যে ছাগল এবং গরু বিতরণ করেন।

উদয়পুরে সুভাষ সেতু প্রশস্ত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ নভেম্বর।। গোমতি নদীর উপর ১৯৬৮ সালে তৈরি করা উদয়পুর নেতাজি সুভাষ সেতু ৫৩ বৎসরে পদার্পণ করলো। দক্ষিণের লাইফ লাইন বলে পরিচিত উদয়পুরে নেতাজী সুভাষ সেতুটি প্রশস্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই নেতাজি সুভাষ সেতুর পূর্ব-উওর কোনে রয়েছে ছনবন ব্রীজ কর্নার টাউন জামে মসজিদ।এই সুভাষ সেতু প্রশস্ত করতে গেলে ডিপিআর অনুযায়ী ওই মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। কিন্তু মসজিদ কতৃপক্ষের দাবী মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না। যদিও এই মসজিদ স্থানান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে। প্রশাসন ও মসজিদ কমিটির সাথে কয়েক দফায় আলোচনা হলেও কোন সুরাহা হয়নি। সোমবার বিকেলে সুভাষ সেতু প্রশস্ত করার বিষয়ে জায়গা পরিদর্শন করেন এনএইচআইডিসিএল এর জেনারেল ম্যানেজার সহ গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরুন রায়, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সুভাষ সেতু প্রশস্ত করলে লাইক লাইন বলে খ্যাত এই এলাকার প্রত্যেকের সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মত পোষণ করেন।

উদয়পুর কলেজে বেসরকারী নিরাপত্তা রক্ষীরা বেতন পাচ্ছেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ নভেম্বর।। উদয়পুর গভ: কলেজ পরবর্তীতে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে সাফাইকর্মী ও বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী মিলে আট জন কর্মী দীর্ঘদিন ধরে নিযুক্ত আছেন। আজ প্রায় আট মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত আটজন সিকিউরিটি গার্ড ও সাফাই কর্মী। লক ডাউনের আবহে যার ফলে এদের বর্তমানে পরিবার পরিজন নিয়ে এক দুর্বিসহ অবস্থায় দিন যাপন

ছয়ের পাতায় দেখুন

নাগা শান্তি আলোচনা : ডিসেম্বরে মণিপুর সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইমফল, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : নাগা শান্তি আলোচনার জন্য ডিসেম্বরে মণিপুর আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গতকালই তাঁর এখানে আসার সূচি ছিল। আপাতত সেই সূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, অমিত শাহ ৭ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে মণিপুর সফর করবেন। আশা করা যাচ্ছে, তাঁর সফরেই নাগা শান্তি আলোচনা চূড়ান্ত রূপ নেবে। প্রসঙ্গত, মণিপুরে অমিত শাহের সফর পিছিয়ে যাওয়ার আসল কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে নাগা শান্তি আলোচনার জন্য মণিপুর সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়, তা অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর এখনও হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুর সফরে এসে রাজ্যপাল ড় নাজমা হেপতুল্লা, মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়কগণ, বিজেপি নেতৃত্ব এবং অন্যান্যদের সাথে নাগা শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে। নাগা সমস্যা দীর্ঘ দশক ধরে সমাধানের অপেক্ষায় ঝুলে।

প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে ষষ্ঠ তফশিলি, বর্ধিত এমএলআর অ্যান্ড এলআর অ্যাক্ট নাগা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আর্থিক প্যাকেজ, সন্ত্রাসবাদী সমস্যা, ইন্দো-মায়ানমার সীমান্ত সমস্যা সহ আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এতে সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা হবে। পাশাপাশি, দলীয় এবং মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল নিয়েও চর্চা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, মণিপুর সফর চলাকালীন পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন অমিত শাহ।

প্রয়াত রাজস্থানের বিজেপি বিধায়ক কিরণ মাহেশ্বরী, শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

গুরুগ্রাম, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিল আরও একজন রাজ-নেতার প্রাণ। প্রয়াত হলেন রাজস্থানের বিজেপি নেত্রী তথা বিধায়ক কিরণ মাহেশ্বরী। রবিবার গভীর রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রাজস্থানের এই বিজেপি বিধায়ক। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন রাজস্থানের রাজসমন্দ-এর বিধায়ক কিরণ মাহেশ্বরী। চিকিৎসা চলছিল গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালে, চিকিৎসকদের শত চেষ্টা সত্বেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না কিরণ মাহেশ্বরীকে। গুরুগ্রাম থেকে রাজস্থানের উদয়পুরে মরদেহ নিয়ে যাওয়ার পর, সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

রাজস্থান সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন বিজেপি নেত্রী কিরণ মাহেশ্বরী। এছাড়াও বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পদক, জাতীয়-সহ-সভাপতি এবং বিজেপির মহিলা শাখার প্রধান পদের দায়িত্ব সামলেছিলেন কিরণদেবী। বিজেপি নেত্রীর অকাল-প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গেরুয়া শিবির।

ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পথ দেখিয়েছিলেন গুরু নানক : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর (হি.স.): গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ১৪৬৯ সালের ২৯ নভেম্বর পাকিস্তানের নানকানা সাহিবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিখ ধর্মের প্রবক্তা গুরু নানক দেবঊ প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়ঊ সোমবার গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ টুইট করে শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, "গুরু নানক দেবজির জন্মজয়ন্তীতে ভারত ও বিশ্বে বসবাসকারী শিখ ভাই-বোনেদের শুভেচ্ছা। গুরু নানক দেবজি ঐক্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সাহচর্য ও সেবার পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও শিক্ষা সমস্ত মানবজাতির জন্য অনুপ্রেরণা।"

শিখ ধর্মগুরু গুরু নানকের ৫৫১ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুও। টুইট করে শুভেচ্ছা বার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, "গুরু নানক দেবজির জন্মজয়ন্তীতে দেশের সমস্ত নাগরিককে শুভেচ্ছা। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, গুরু নানক দেবজি তাঁর মহৎ জীবনের মধ্যে দিয়ে সততা, করুণা এবং ধার্মিকতার আইকন রয়ে গিয়েছেন।" এছাড়াও গুরু নানক জন্মজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা প্রমুখ।

বিশ্ব এইড্স দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার আগরতলায় এইড্স অফিস প্রাঙ্গণে মোমবাতি প্রজ্জলন করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

নতুন দিশা প্রকল্প চালু করে ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। রাজ্যে গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পসারণের উপর রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আজ বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী হলে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দক্ষিণ জেলার ক'তি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্হিরাজ্যেও যাতে মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে নতুন দিশা প্রকল্প চালু করে ইতিমধ্যেই ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে। সারা রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা একই প্রশপত্রের উপর পরীক্ষা দিচ্ছে। রাজ্যের ২০টি স্কুলে সিবিএসসি পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। আরও ২০টি স্কুলে এই পাঠক্রম চালু করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ইংরেজীতে কথা বলতে পারে সেই জন্যেই স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার খোলা হচ্ছে। আই এ এস, আই পি এস, আই আর এস, আই এফ এস কোচিং-র জন্য রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের রাজ্য সরকার আর্থিকভাবে সহায়তা করছে। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে প্রক'ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে সেই লক্ষ্যে এই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, সবসময় ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব বলেন, জীবনে নানা প্রতিকুলতার মোকাবিলা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে। সমস্ত কঠিন প্রতিযোগিতায়ও দক্ষিণ জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা পূর্ণিমা দেব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিতাইচরণ মজমদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লাদেব সরকার, ভারতচন্দ্রনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল দাস বিশ্বাস প্রমুখ।

শালবাগানে গুরুনানকের জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। শালবাগানে বিএসএফের প্রধান কার্যালয়ে গুরু নানকের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এদিন এ উপলক্ষে গুরু নানকের জীবন আদর্শ এবং ভাবধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। গুরু নানকের জন্ম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। গুরু নানক প্রবর্তিত ধর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেআয়োজকরা জানান গুরু নানক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তার ধর্মমত প্রচার করে গেছেন।গুরু নানক প্রবর্তিত জৈনধর্ম গোটা বিশ্বেই সমাদৃত বলেও তারা অভিহিত করেন।

এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজে জাতি ও জনজাতিদের সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ির মুড়াসিং পাড়ায় রাজ্যভিত্তিক মুড়াসিং সামাজিক ও সাংস্ক'তিক উৎসবের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘবছর যাবৎ এই রাজ্যে ভূমিপুত্রদের উপজাতি বলা হতো। এই সরকার আসার পর উপজাতিদের জনজাতি হিসেবে স্বীক'তি দিয়েছে। এখন উপজাতি নয় জনজাতি। এখন আর উপজাতি কল্যাণ দপ্তর নয়, তার পরিবর্তে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। বড়মুড়া পাহাড়ের নাম পরিবর্তন করে হাথাইকতর করেছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, আগেও এই রাজ্যে দীর্ঘ বছর সরকার ছিলো। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সমর্থনের সরকার ছিলো। কিন্তু উপজাতিদের কল্যাণে এমন কোনও কর্মসূচি ছিলো না। আগের সরকারের আমলে মাত্র ৪টি একলব্য বিদ্যালয় ছিলো। এই সরকার ১৮টি একলব্য বিদ্যালয় তৈরি করছে। তারমধ্যে ১০টি একলব্য বিদ্যালয় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ব শরণার্থী প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের দেশের লোক আবার শরণার্থী হয় কি করে। ১৯৯৮ সাল থেকে মিজোরাম থেকে তারা ত্রিপুরায় এসে রয়েছেন। তাদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড, নাগরিকত্ব, স্কুল কলেজ কিছুই নেই। রাজ্যের সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার ছিলো অথচ বদের সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার রিয়াংদের পুনর্বাসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৬০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সমস্যা সমাধানে। ৬টি জেলায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছেন। উত্তর-পূর্বা'লের উন্নয়নে দ্বার খুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলাকে এক সময় পিছিয়ে পড়া জেলা বলা হতো। এখন সেই দিন নেই। সাবমে এখন তৈরি হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন, লজিস্টিক হাব, আই সি পি, রেল স্টেশন ইত্যাদি। এগুলি নির্মাণ হলে দক্ষিণ জেলা হয়ে উঠবে উত্তর-পূর্বা'লের বাণিজ্য দুয়ার। তিনি আরও বলেন, সৌভাগ্য যোজনায় বিনা পয়সায় বিদ্যৎ, উজ্জলা যোজনায় গ্যাস, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর, কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় ক'ষকদের আর্থিক সাহায্য এ রাজ্যের গরিব মানুষের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৭০ হাজার ঘর তৈরি করা হবে। করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ নিয়ে অনেক অপপ্রচার হয়েছে। ত্রিপুরায় শতকরা ৯৭ জন সুস্থ হচ্ছেন। দেশের সুস্থতার হারের থেকে এ রাজ্যের সুস্থতার হার বেশি। মৃত্য হার কমছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সবরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য তা সম্ভব হয়েছে। এজন্য তিনি জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আগে যেখানে রেগায় ২৫-৩০ শ্রমদিবসের কাজ হতো এখন অ্যাসপিরেশন্যাল জেলা ধলাইতে ৮০ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে।

তিনি বলেন, ১১ হাজার কোটি টাকা হাইওয়ে নির্মাণে ব্যয় করা হচ্ছে। আন্দোলন, শোষণ, ব'না, পিছিয়ে পড়া এই শব্দগুলি ত্রিপুরা থেকে বিদায় নিয়েছে। এডিসি-র নাম পরিবর্তন করে এখন তিপ্রা টেরিটোরিয়্যাল কাউন্সিল করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরাকে উন্নয়নের পথ থেকে কেউ রুখতে পারবে না। কারণ ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। স্বাগত ভাষণ দেন মুড়াসিং হদার তুইকাং বদলের সদস্য সুনীল মুড়াসিং। অনুষ্ঠানে উপস্িত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বিভীষণ দাস, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন মুড়াসিং সম্পদায়ের হদার প্রধান নয়ন কুমার মুড়াসিং। অনুষ্ঠানে মুড়াসিং সম্পদায়ের খেলাধূলা, শিক্ষা এবং সাংস্ক'তিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশিষ্টদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর থেকে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তেলিয়ামুড়ায় মোমবাতি তৈরীর প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ নভেম্বর।। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীন বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলাদের ১৪ টি স্ব সহায়ক দলের কর্মীদের মোমবাতি তৈরি করার প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত হলো সোমবার। এর মূলত উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা।১৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন ইয়ং ডেভলপমেন্ট ক্লাব এবং নবার্ড ফাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ। বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চৌদ্দঘাট সংলগ্ন এলাকায় মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তির দিনে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল সূত্রধর, ইয়ং ডেভলপমেন্ট ক্লাবের পক্ষে প্রণব সরকার, সহ নাবার্ড ফাইন্যান্সের কর্তৃপক্ষ সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৪ টি স্ব সহায়ক দলের ৩০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেছিল।

এই প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে বলতে গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান নিস প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে-আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনেকটা কাজে আসবে। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশীয় প্রযুক্তির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তাই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেকে সামনে রেখে গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ১৩ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে ইয়ং ডেভলপমেন্ট ক্লাবের পক্ষে প্রণব সরকার এর গুরুত্ব তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের সামনে।

নাগা শান্তি আলোচনা : ডিসেম্বরে মণিপুর সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইমফল, ৩০ নভেম্বর (হি.স.) : নাগা শান্তি আলোচনার জন্য ডিসেম্বরে মণিপুর আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গতকালই তাঁর এখানে আসার সূচি ছিল। আপাতত সেই সূচি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, অমিত শাহ ৭ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে মণিপুর সফর করবেন। আশা করা যাচ্ছে, তাঁর সফরেই নাগা শান্তি আলোচনা চূড়ান্ত রূপ নেবে। প্রসঙ্গত, মণিপুরে অমিত শাহের সফর পিছিয়ে যাওয়ার আসল কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে নাগা শান্তি আলোচনার জন্য মণিপুর সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়, তা অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর এখনও হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুর সফরে এসে রাজ্যপাল ড় নাজমা হেপতুল্লা, মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়কগণ, বিজেপি নেতৃত্ব এবং অন্যান্যদের সাথে নাগা শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে। নাগা সমস্যা দীর্ঘ দশক ধরে সমাধানের অপেক্ষায় ঝুলে। প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে ষষ্ঠ তফশিলি, বর্ধিত এমএলআর অ্যান্ড এলআর অ্যাক্ট নাগা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আর্থিক প্যাকেজ, সন্ত্রাসবাদী সমস্যা, ইন্দো-মায়ানমার সীমান্ত সমস্যা সহ আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এতে সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা হবে।

কুমারঘাটে আচার, পাপড়, গুড়া মশলা তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর।। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে কুমারঘাট পুর এলাকার স্বসহায়ক দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের আচার, পাপড় ও রান্নার গুড়া মশলা তৈরির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি আজ থেকে শুরু হয়েছে। কুমারঘাট পুর পরিষদের উদ্যোগে এবং এস বি আই গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমারঘাটের ব্যবস্থাপনায় দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা ন্যাশনাল আর্বান লাইভলিহুড মিশনে পুর এলাকার ১৫টি স্বসহায়ক দলের ৩০ জন সদস্যকে দশদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এস বি আই গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হলে দশদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক ভগবান দাস। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীদাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে পরিকল্পনা নিয়ে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য স্বসহায়ক দলগুলিকে সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে যাতে গ্রামীণ ও শহুরে মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর দেওয়া যায়। এরই ফলশ্রুতিতে এই প্রশিক্ষণ শিবির। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আত্মনির্ভর ভারত গড়তে জোর দিয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে এই প্রকল্পের সুযোগগুলি কাজে লাগানোর পাশাপাশি অন্যদের উৎসাহিত করতেও তিনি আহ্বান

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।